

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বুটেনের
যেখানে বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

বাবা-মায়ের পর এবার ছেলে- এক পরিবারে তিনজনই বিশ্বমঞ্চে

জিয়া পরিবারে নতুন ইতিহাস



- যেভাবে শুরু করলেন ড. খলিল
- ১১ উড়োজাহাজ কিনছে বিমান

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেবেন। জিয়া পরিবারের তৃতীয় সদস্য হিসাবে তিনি প্রথমবারের মতো এই ভাষণ দেবেন। তারেক রহমানের পিতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৮০ সালের ২৬ আগস্ট প্রথমবারের মতো

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। তারেক রহমানের মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর প্রথমবার সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেন। আর বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) তারেক রহমানের ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সঙ্গে জিয়া পরিবারের চার দশকের বেশি সময়ের সম্পর্কের নতুন অধ্যায় সূচিত হলো।

জানা গেছে, তারেক রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, আইনের শাসন ও জবাবদিহি, বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, যুব ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য,

-- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুক্তরাজ্যের অডিট রিপোর্ট সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর সেরা



সিলেট ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এভিয়েশন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য দেখিয়েছে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেরও

উপরে অবস্থান ওসমানীর। যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ট্রান্সপোর্ট (ডিএফটি) সাম্প্রতি এই নিরাপত্তা অডিট প্রকাশ করে। এতে, দেখা যায়, বাংলাদেশের দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থায় উন্নতি হয়েছে। তবে শীর্ষে -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ব্রিটিশ পাসপোর্টে যেসব নাম রাখা যাবে না

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: ব্রিটিশ পাসপোর্টে সব ধরনের নাম ব্যবহার করা যায় না। কোনো নাম জনসাধারণের মধ্যে গুরুতর আপত্তি তৈরি করতে পারে, বেআইনি কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করতে পারে অথবা পাসপোর্ট ব্যবস্থার কারিগরি মানদণ্ড পূরণ না করলে তা গ্রহণ না করার নিয়ম রয়েছে। এ বিষয়ে হালনাগাদ



নির্দেশনা প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

আপনার কাছাকাছি মসজিদে পরবর্তী জামা'আত কখন?

টাওয়ার হ্যামলেটসের
নিকটবর্তী মসজিদগুলোর
নামাজের সময় সঙ্গে সঙ্গে জানে নিন

সব মসজিদের লাইভ
জামা'আতের সময় ও
নামাজের পূর্ণ সময়সূচি দেখুন

টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিলের
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও
নোটিফিকেশন জেনে নিন

এখনই আমাদের ফ্রি অ্যাপ ডাউনলোড করুন!

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

COUNCIL of
MOSQUES

সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ১৯তম বিসিএ অ্যাওয়ার্ডস ১ নভেম্বর

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ক্যাটারিং ও হসপিটালিটি খাতের উদ্যোক্তা, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, শেফ, ম্যানেজার ও কর্মীদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে আগামী ১ নভেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিসিএ) ১৯তম অ্যাওয়ার্ডস। এবারের আয়োজনে উদ্যোক্তা, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, শেফ, ম্যানেজার, কর্মী ও উদীয়মান ব্যবসায়ী নেতাদের অবদান বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। এ আয়োজনকে ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সিটি অব লন্ডনের গিলডহলের ওয়েস্ট উইং রিসেপশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এবারের আয়োজনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন বিসিএ নেতৃবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলনের হোস্ট ছিলেন কাউন্সিলম্যান মনসুর আলী। এবারের আয়োজনের মূল বার্তা ‘আজকের অর্জনকে সম্মান, আগামীর সাফল্য অনুপ্রেরণা।’

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত ১৯ বছর ধরে ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ক্যাটারিং ও হসপিটালিটি শিল্পের সাফল্য, অবদান ও উৎকর্ষকে স্বীকৃতি দিয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে এটি যুক্তরাজ্যের রেস্টুরেন্ট ও হসপিটালিটি খাতের পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী নেতা, কমিউনিটি প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক আয়োজনে পরিণত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ও হসপিটালিটি খাত কয়েক প্রজন্ম ধরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান এবং দক্ষিণ এশীয় খাবারের ঐতিহ্যকে ব্রিটিশ সমাজের মূলধারায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে আসছে। আগামী ১ নভেম্বর রোববার লন্ডনের পার্ক প্লাজা

ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে ১৯তম বিসিএ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। এবারের আয়োজনে উদ্যোক্তা, রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী, শেফ, ব্যবস্থাপক, কর্মী ও উদীয়মান ব্যবসায়ী নেতাদের অবদান বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। এতে প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে



শেফ, ম্যানেজার, কর্মী ও নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি সংশ্লিষ্টদের মিলনমেলায় পরিণত হবে। পাশাপাশি এটি পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার এবং ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ব্যবসায়ী কমিউনিটির অর্জন উদযাপনের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি ও কার্যক্রম তদারকি করছেন বিসিএ অ্যাওয়ার্ডস ও নৈশভোজ কমিটির কনভেনার আতিক রহমান বিইএম।

বিসিএ প্রেসিডেন্ট অলি খান এমবিই বলেন, বিসিএ অ্যাওয়ার্ডসের ১৯তম বছরে পৌঁছানো সংগঠন এবং

ক্যাটারিং শিল্প-উভয়ের জন্যই একটি গর্বের মুহূর্ত। এই অ্যাওয়ার্ডস শিল্পের পেছনে থাকা মানুষের নিষ্ঠা, উদ্যোগ ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ।

তিনি বিশেষভাবে নারী শেফদের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তারা দক্ষতা,

উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

বিসিএ চীফ ট্রেজারার এম ফয়জুল হক বলেন, বিসিএ অ্যাওয়ার্ডসের ধারাবাহিক সাফল্য ক্যাটারিং ও হসপিটালিটি শিল্পের শক্তি ও দৃঢ়তার প্রতিফলন। এবারের আয়োজনে এমন ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হবে, যারা সফল ব্যবসা গড়ে তোলার পাশাপাশি কমিউনিটি ও যুক্তরাজ্যের জন্য ইতিবাচক অবদান রাখছেন।

বিসিএ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি নাজ ইসলাম বলেন, বিসিএ অ্যাওয়ার্ডস ব্রিটিশ-বাংলাদেশি হসপিটালিটি শিল্পের অর্জন, নিষ্ঠা ও অবদানকে উদযাপন করে। শিল্প ও কমিউনিটিকে শক্তিশালী করতে যারা নিরলসভাবে কাজ করছেন, এবারের অনুষ্ঠান তাদের অবদানকে সামনে নিয়ে আসবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন জনমত পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউডের সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, অ্যাওয়ার্ডস কমিটির কনভেনার আতিক রহমান বিইএম, কোবরা বিয়ারের স্যামসন সোহাইল, কিংফিশার বিয়ারের সন্দীপ দেওয়ান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিম দিদার, রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার কমিটির প্রধান আবদুল সুফান, সাবেক সভাপতি এম কামাল ইয়াকুব, সিনিয়র সহ-সভাপতি জামাল উদ্দিন মোকাদ্দুস ও আবদুল হাই, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিঠু চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হুসাইন টিপু, টোটাল ফুডসের স্পনসর রেজা আহমেদ, নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

All our frames include standard single-vision lenses

Book an eye test at [specsavers.co.uk](https://www.specsavers.co.uk)

A lot of styles from £15

A lot for a little

Specsavers

Frames displayed are from £15 to £100 ranges. Frames subject to availability. Conditions apply. Ask in store for details.

সিগারেট না দেওয়ায় 'বর্ণবাদী' হামলা



দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: সিগারেট না দেওয়ায় স্কটল্যান্ডের পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্লাসগো শহরে এক বাংলাদেশি যুবককে পিটিয়ে মারাত্মক আহত করেছে এক শেতাঙ্গ। গ্লাসগো সিটি সেন্টারের সামনে

প্রকাশ্যে মারধরের সময় ওই যুবক সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও তাকে বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসেনি। গ্লাসগো শহরের কিলারমন্ট স্ট্রিট/সচিহল স্ট্রিট এলাকায় একটি সুপারশপের সামনে গত ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার স্থানীয় সময় সকালে এ ঘটনা ঘটে। মারধরের শিকার ২৭ বছর বয়সি ইফতেখার উল-ইসলাম একে 'বর্ণবাদী' হামলা আখ্যা দিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করবেন বলেছেন। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইফতেখার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম গ্লাসগো লাইভকে বলেন, তিনি শহরের এয়ারড্রি এলাকার বাসিন্দা। গত বুধবার সকাল ৭টার কিছু আগে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার সুবিধার্থে তাকে তার স্ত্রী তাকে গাড়িতে করে কিলারমন্ট স্ট্রিট/সচিহল স্ট্রিট এলাকায় নামিয়ে দিয়ে যান। সেখানে সেইসবারি সুপারশপের সামনে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিলেন তিনি। এ সময় অপরিস্রবিত এক স্কটিশ ব্যক্তি এসে তার কাছে একটি সিগারেট চান।

কিন্তু ইফতেখারের কাছে কোনো বাড়তি সিগারেট ছিল না। এরপর ওই ব্যক্তি তাকে একটি পানীয় কিনে দিতে বলেন। কিন্তু ইফতেখার তাকে বলেন, তার কাছে কোনো নগদ টাকা নেই। -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

যুব মহিলা লীগের
সভাপতি ইয়াসমিন
পলিনকে অব্যাহতি



দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: যুক্তরাজ্য যুব মহিলা লীগের সভাপতি ইয়াসমিন সুলতানা পলিনকে দলীয় কার্যক্রম থেকে তিন মাসের জন্য সাময়িক অব্যাহতি দিয়েছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাকে এই অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব জালাল উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়েছে, -- ২২ নং পৃষ্ঠা...

ব্রিটেনে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি

৬০ মাইল গতিতে গাড়ি চালানোর পরামর্শ

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: ব্রিটেনে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আনলেভেড পেট্রলের গড় দাম প্রতি লিটারে ১৭২.০ পেন্সে এবং ডিজেলের দাম ১৯৫.৭ পেন্সে পৌঁছেছে। সেপ্টেম্বরে এখন পর্যন্ত জ্বালানির দাম ১০ পেন্সের বেশি বেড়েছে। জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধির কারণে গাড়িচালকদের পাশে আগের তুলনায় বেশি অর্থ গুনতে হচ্ছে। একই সময়ে ব্রিটেনের সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিও ৩.১ শতাংশে পৌঁছেছে।



জ্বালানির খরচ কমানোর উপায় খুঁজতে অনলাইনে মানুষের আগ্রহও বেড়েছে। গত এক বছরে 'কাছাকাছি কোথায় জ্বালানির দাম কম'-এ ধরনের অনুসন্ধান ২৩৬ শতাংশ বেড়েছে। গত তিন মাসে জ্বালানি খরচ কমানোর উপায় নিয়ে অনুসন্ধান বেড়েছে ১১০ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে গাড়িচালকদের জ্বালানি সাশ্রয়ের কয়েকটি সহজ পদ্ধতি জানিয়েছেন মোটরিং বিশেষজ্ঞ পল জনসন। তিনি ভার্চু নিসান উইডনেসের ফোরকোর্ট ম্যানেজার। তার পরামর্শের মধ্যে রয়েছে গাড়ি চালানোর সময় ঘণ্টায় ৬০ মাইলের একটি নির্দিষ্ট -- ২৩ নং পৃষ্ঠা...

NO FEE SENDING MONEY TO BANGLADESH



Send money through
**IFIC Money
Transfer UK**



No Fee
on money transfer
to Bangladesh



Enjoy
**Meet and Greet
Service**
in Airport in Bangladesh
when you travel.

**WE ARE
HIRING AGENT**



Meet
&
Greet
Service



Fast | Secure | Reliable

IFIC Money Transfer – Trusted by millions

IFIC Money Transfer UK LTD
18 Brick Lane, London E1 6RF, Tel: 020 7247 9670

সৌদি জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে জামায়াতের আমির, দিলেন শুভেচ্ছাপত্র

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর : সৌদি আরবের ৯৬তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে ঢাকায় সৌদি আরবের দূতাবাস আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও জাতীয় সংসদের

বিন আব্বিয়ার হাতে তুলে দেন। চিঠিতে ডা. শফিকুর রহমান বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে সৌদি বাদশাহ, রাজপরিবার, সৌদি সরকার এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সৌদি জনগণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও

ধরা হয়। এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের সম্পর্ক প্রচলিত দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কের গতি ছাড়িয়ে গভীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সৌদি আরবে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছেন বলেও উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি, দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

জামায়াতের আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা এ সময় বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাসুম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল হালিম, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের এবং বিরোধীদলীয় নেতার পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য আলী আহমাদ



বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীর শেরাটন ঢাকার গ্র্যান্ড বলরুমে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ডা. শফিকুর রহমান সৌদি আরবের ৯৬তম জাতীয় দিবস উপলক্ষে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফর

উষ্ণ শুভেচ্ছা জানান। একইসাথে, চিঠিতে সৌদি আরবের প্রতি বিশ্বের মুসলমানদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বিষয়টি তুলে ধরে মক্কা আল-মুকাররমার মসজিদুল হারাম এবং মদিনা আল-মুনাওয়ারার মসজিদে নববী (সা.)-এর সেবা ও ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবের মহান দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুসলমানদের হজ ও ওমরাহ পালনে সৌদি আরবের সহযোগিতা ও সেবার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে

সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজের প্রশ্ন 'আওয়ামী লীগ-বিএনপি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ'

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস আড়াল ও বিকৃতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) ও বিএনপির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ। তার মতে, কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে এই দুই দল ইতিহাস বিকৃতিতে রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে করা পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন।

পাঠকদের জন্য সোহেল তাজের করা ফেসবুক পোস্টটি হুবহু তুলে ধরা হলো- আওয়ামী লীগ= বিএনপি কি একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ? ইতিহাস আড়াল আর বিকৃতি করার বিষয়ে যদি কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তার কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হবে যে এই দুই দল রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একজন ব্যক্তিকে বড় করার জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ বানাবার জন্য গোয়েবেলসিও কায়দায় নানাভাবে ব্যাপক অপতৎপরতা চালায়, যার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতি করা। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ছাড়াও আরও অনেকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার আমলে হোসেন

শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ জাতীয় চার নেতা (বাংলাদেশের প্রথম সরকার- মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য আড়াল এবং ছোট করা হয়েছে),



জেনারেল ওসমানী এবং অন্যান্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে ছোট করা হয়েছে বা আড়াল করা হয়েছে। এমনকি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক জিয়াউর রহমান, যিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন (পরবর্তীতে সংশোধন করে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে পুনরায় ঘোষণা করেন) এবং বীরত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন তাকে পর্যন্ত রাজাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের কাছে বাংলাদেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা

আছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে ইতিহাস আড়াল আর বিকৃতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। সেই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলের মতো পাঠ্য পুস্তকে আবার আরেক ধারায় ইতিহাস আড়াল আর বিকৃতি শুরু হয়েছে, এটা খুব নিন্দনীয় এবং দুর্ভাগ্যজনক। আমি এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একটি দেশের ইতিহাস থেকে নতুন প্রজন্ম অনেক ইতিবাচক জিনিস জানতে পারে শিখতে পারে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে তারাই সেই দেশটাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাই একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কার্যকলাপ রাজনীতির বাইরে রেখা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবেশন করা।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

**ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন**

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BUILDING MAINTENANCE LIMITED

YOUR PROPERTY MAINTENANCE & REPAIR SPECIALISTS

Boiler Repairs & Servicing

New Boiler Installation

Unvented & Open Cylinders

Bathroom & Kitchen Installations

Plumbing & Drainage

Power Flushing & Heating Systems

Landlord Gas Safety Checks

Cooker & Washing Machine Fitting

CALL US TODAY!

07863 289758

FULLY INSURED • RELIABLE SERVICE • FREE QUOTATIONS

Our Services:

- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

Taj Accountants

We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

ACCOUNTING AWARDS 2017

Winner: AAT Licensed Member of the Year 2017

Accounting Technician

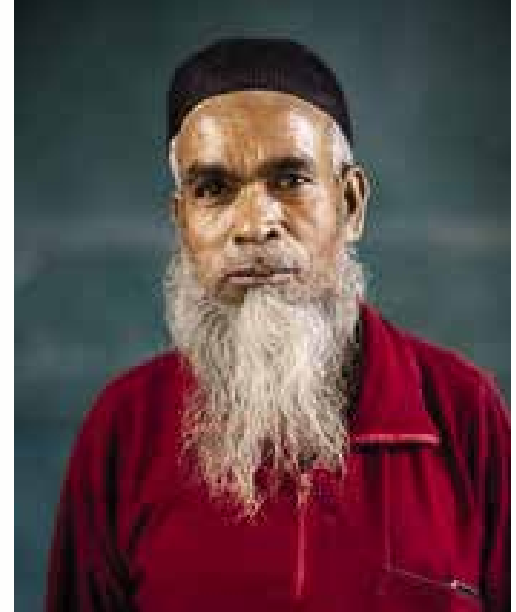
Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649



টাওয়ার হ্যামলেটসের জিপি পার্টনার ডা. নওশীন আলম আলোচনা করছেন যে, এই শীতে কারা বিনামূল্যে এনএইচএস (NHS) ফ্লু টিকা পাওয়ার যোগ্য এবং কেন তিনি এটি নেওয়ার জন্য জোরালো পরামর্শ দিচ্ছেন।



ড. নওশীন আলম



একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনার (GP) হিসেবে আমি জানি যে, ফ্লু গুরুতর অসুস্থতার কারণ হতে পারে এবং উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর ফলে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

ফ্লু কেবল সাধারণ সর্দি-কাশির চেয়েও গুরুতর একটি বিষয়; এটি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট শ্বাসনালীর একটি মারাত্মক সংক্রমণ।

গত শীতকালে ইংল্যান্ডে ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে ৩,৮০০ জন মানুষ মারা যান। শীতকালীন ফ্লু টিকা প্রদানের ফলে আনুমানিক ১,০৪,০০০ জনের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং ৭,১০০ জনের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। ২০২৫/২৬ মৌসুমে ইংল্যান্ডে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ফ্লুর টিকা নিয়েছেন।

এনএইচএস (NHS)-এর বিনামূল্যে দেওয়া ফ্লু টিকা গুরুতর অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে; এতে ফ্লুতে আক্রান্ত হলেও দ্রুত সেরে ওঠা যায় এবং হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা কমে।

এনএইচএস-এর মাধ্যমে দেওয়া ইনজেকশন-ভিত্তিক ফ্লু টিকাগুলোতে কোনো জীবন্ত ভাইরাস থাকে না, তাই এগুলোর মাধ্যমে ফ্লু হওয়ার কোনো ঝুঁকি নেই। এছাড়া, এই টিকাগুলোতে শূকরের কোনো উপাদান (পর্ক বা পোরসিন) থাকে না।

আপনি বিনামূল্যে NHS ফ্লু টিকা পাওয়ার যোগ্য কি না, তা যাচাই করে দেখুন:

- ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তি
- দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত সমস্যা বা অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তি (যেমন—শ্বাসতন্ত্র, হৃদযন্ত্র, লিভার বা কিডনির রোগ; স্নায়বিক সমস্যা; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া; প্লীহা বা স্প্লিন-জনিত সমস্যা; অথবা গুরুতর বুদ্ধিবৃত্তিক বা শিখন-সংক্রান্ত অক্ষমতা)
- বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রধান পরিচর্যাকারী
- গর্ভবতী নারী
- সম্মুখসারির স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা কর্মী
- ২ বা ৩ বছর বয়সী সকল শিশু
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়সী শিশু-কিশোর
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল এমন ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা ব্যক্তি

আপনার স্থানীয় ফার্মেসি (যেখানে ফ্লু টিকা দেওয়া হয়) অথবা আপনার জিপি (GP) সার্জারিতে বিনামূল্যে এনএইচএস (NHS) ফ্লু টিকা নেওয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে কিউআর (QR) কোডটি স্ক্যান করুন অথবা ১১৯ নম্বরে বিনামূল্যে কল করুন।

এখানে স্ক্যান করুন



কুমিল্লায় শিশু অপ্রতিম হত্যা নেপথ্যে দুটি কারণ দেখছেন মা নাহিদা

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : অপ্রতিম হত্যাকাণ্ডের পেছনে দুটি ঘটনা কাজ করেছে বলে মনে করছেন মা নাহিদা বেগম। তাঁর সন্দেহ, কিছুদিন আগে অপ্রতিমের বাবার প্রতিষ্ঠানে এক কিশোরের চাকরি নেওয়ার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র থাকতে পারে। এ ছাড়া তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় কয়েকজন কিশোর অপরাধীকে পুলিশে দেওয়ার বিষয়টিও তাঁর ছেলে হত্যার নেপথ্যের কারণ হতে পারে।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার চার আসামির মধ্যে দুজনের প্রকৃত বয়স নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অপ্রতিমের মা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক নাহিদা বেগম। এই সন্দেহের বিষয়গুলো এক সহকর্মীকে জানিয়েছেন তিনি। হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কারণ নিয়ে অপ্রতিমের মায়ের এই সন্দেহের কথাগুলো গত সোমবার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির মানববন্ধনে তুলে ধরেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কামরুন নাহার। বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে ওই মানববন্ধন ও শোকমিছিল হয়।

কামরুন নাহার বলেন, অপ্রতিমের মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। তারপরও তিনি কয়েকটি সন্দেহের কথা এখানে জানাতে বলেছেন। তাঁর পক্ষ হয়ে সেগুলোই বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অপ্রতিমের মায়ের বরাত দিয়ে কামরুন নাহার বলেন, অপ্রতিম হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন সালমানপুর এলাকার ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর ঘটনার প্রায় ১০ দিন আগে অপ্রতিমের বাবার প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিল। অপ্রতিমের মা মনে করেন, ওই কিশোরের অপ্রতিমের বাবার প্রতিষ্ঠানে কাজ নেওয়ার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।

কামরুন নাহার আরও বলেন, নাহিদা বেগম সহকারী প্রক্টর থাকাকালে মাদকবিরোধী অভিযানের সময় কুমিল্লার কয়েকজন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যকে পুলিশে দিয়েছিলেন। কিশোর গ্যাং দলের নেতৃত্ব মামলার প্রধান আসামি সাইফুল ইসলাম ওরফে তুহিন (১৯) দিতেন বলে অপ্রতিমের মা দাবি করেছেন। এর সঙ্গে হত্যার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের



আওয়াজ আনার দাবি জানিয়েছেন অপ্রতিমের মা। দুই আসামির বয়স নিয়ে সন্দেহ গত শুক্রবার দুপুরে বন্ধদের সঙ্গে ছবি তোলার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়েছিল ১৩ বছরের ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম। পরদিন শনিবার বেলা একটার দিকে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে লালমাই পাহাড়ের জঙ্গলে তার মরদেহ পাওয়া যায়। অপ্রতিম হত্যা মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সাইফুল ইসলাম ওরফে তুহিন (১৯) ও মো. সিয়াম (১৯) এবং ১৫ ও ১৬ বছর বয়সী দুজন। চার আসামিকে আদালতে হাজির করা হলে দুই কিশোরকে গাজীপুরের টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং

দুজনকে কুমিল্লা কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। তবে গ্রেপ্তার দুই আসামির প্রকৃত বয়স নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অপ্রতিমের মা নাহিদা। তাঁর বরাত দিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানববন্ধনে কামরুন নাহার বলেন, অপ্রতিমের মা তাদের প্রকৃত বয়স যাচাই করার দাবি জানিয়েছেন। এ জন্য প্রয়োজন হলে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে বয়সসংক্রান্ত বিষয়টি নিশ্চিত করার কথাও বলেছেন। অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত হলে প্রয়োজনে আইন সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন। দুই আসামির বয়স নিয়ে পরিবারের দাবির বিষয়ে কুমিল্লা জেলা পুলিশের মিডিয়া কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. লুৎফুর রহমান বলেন, জন্মানিবন্ধন রাস্তায় নথি। জন্মানিবন্ধন অনুযায়ী হত্যায় সরাসরি অংশ নেওয়া তিনজনের দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই আদালত তাদের টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছেন। তবে পরিবারের দাবিকে পুলিশ আমলে নিচ্ছে না-বিষয়টি এমন নয় বলে জানান লুৎফুর রহমান। তাঁর ভাষ্য, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। তদন্তের প্রয়োজনে বয়স পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে সেটিও করা হবে।

পুলিশের দাবি মানছেন না শিক্ষার্থীরা আইফোন ছিনিয়ে নিতেই অপ্রতিমকে হত্যা করা হয়েছে-পুলিশের এমন দাবি মানতে নারাজ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি, অপ্রতিম হত্যার পেছনে অন্য কারণ বা কারও সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশের তদন্তে গাফিলতি হয়েছে কি না, সেটিও তদন্তের দাবি তাঁদের। অপ্রতিম হত্যার প্রতিবাদ, সৃষ্ট বিচারের দাবিতে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন শেষে এসব দাবি জানান শিক্ষার্থীরা।

মৌলভীবাজারে হত্যা মামলায় দুই সহোদরের মৃত্যুদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: মৌলভীবাজারে আজিজুল মিয়া হত্যা মামলায় দুই সহোদরকে মৃত্যুদণ্ড



এবং অপর দুই আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ মামলায় চার আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) মৌলভীবাজার অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত-১-এর বিচারক ফাহিমদা খাতুন এ রায় দেন। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন- রাজনগর উপজেলার মুনিয়ারপাড় গ্রামের সহোদর রুবেল মিয়া ও রুমান মিয়া। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্তরা হলেন- একই গ্রামের জয়নাল আবেদীন ও রিপন মিয়া। মামলা সূত্রে জানা যায়, নিহত আজিজুল মিয়া (৪৫) স্থানীয় পঞ্চায়েতের সালিশি বিচারক ছিলেন। ২০১৩ সালে একটি বিচার-সালিশিকে কেন্দ্র করে আসামিগণের সঙ্গে তার বিরোধ সৃষ্টি

হয়। এর জেরে আসামিরা সংঘবদ্ধ হয়ে আজিজুল মিয়ার ওপর হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করে। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী রাবেয়া বেগম বাদী হয়ে রাজনগর থানায় মামলা করেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া ও সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে আদালত রুবেল মিয়া ও রুমান মিয়াকে হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত থাকার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেন। আর হত্যাকাণ্ডে সহায়তার দায়ে জয়নাল আবেদীন ও রিপন মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় স্বপন মিয়া, জহির মিয়া, কমরু মিয়া ও ফয়সল মিয়াকে খালাস দিয়েছেন আদালত। রায় ঘোষণার সময় দণ্ডপ্রাপ্ত চার আসামির মধ্যে রুবেল মিয়া ও রিপন মিয়া ছাড়া অন্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আসামিগণের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, তারা এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন। অন্যদিকে, রায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী ও স্বজনরা। মৌলভীবাজার জেলা জজ আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ বলেন, এ রায়ের মাধ্যমে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা আরও বাড়বে। অপরাধ করে কেউ আইনি সাজা থেকে রেহাই পাবে না-এ রায় তারই দৃষ্টান্ত।

LORD & SOLOMON CRIMINAL DEFENCE SOLICITORS

We cover all criminal offences in the United Kingdom
Legal Aid is available upon request

গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি।

- 24 Hour Police Station Attendance
- Magistrates Court Representation
- Crown Court Trials

Emergency line: +44 7365535760
Email: general@lordandsolomon.com



BENECO financial services

1st time buyer
Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই
যোগাযোগ করুন

020 8050 2478

আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মার্কেজ ল্যান্ডার্স
প্যানেল থেকে সবধরনের মার্কেজ করে থাকি।

Beneco Financial Services

5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.

মার্কেজ মার্কেজ মার্কেজ
বাড়ি কিনতে চান?

- পর্যাণ্ড আয়ের অভাবে মার্কেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিষ্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মার্কেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Tel : 020 8050 2478

E: info@benecofinance.co.uk

St: 31/05-30/06

barakah Money Transfer

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার ও ইসলামিক শপ



সপ্তাহে ৭দিন খোলা



আমরা ভালো রেইটে
দেশে টাকা পাঠিয়ে থাকি



প্রতিদিন ইন্সটেন্ট
ক্যাশ সার্ভিস

* বারাকাহ ইসলামিক শপ *

এখানে বারাকাহ ইসলামিক শপে
বিশেষ অফার চলছে



তোব
£14



ইহরাম :
£14



হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা : বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487



Barakah Money Transfer
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)



TAKA RATE LINE:
020 7247 0800

আ'লীগের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ নজরদারিতে শতাধিক পুলিশ কর্মকর্তা

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ককটেল বিস্ফোরণ, বাসে আগুন ও ঝটিকা মিছিলসহ অনলাইন-অফলাইন রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতায় পুলিশ বাহিনীর টিলেমি বা গাফিলতিতে সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় সরকারি ও বিরোধীদলগুলো বাহিনীটির কর্মকাণ্ডের ওপর প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মতে, পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অভিযান চালানো জরুরি হয়ে



পুলিশে শুদ্ধি অভিযান শুরু

পলাতক আ.লীগ নেতা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ

পড়েছে। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের পলাতক নেতা ও সাবেক উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখনো গোপন যোগাযোগের কারণে বর্তমানে চাকরিতে থাকা কয়েকশ পুলিশ কর্মকর্তা নজরদারিতে রয়েছেন। নতুন করে এজাতীয় কর্মকর্তাদের তালিকা তৈরি করে তাদের গতিবিধি ও কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এদিকে গুলশানে আ.লীগের মিছিল-পরবর্তী অ্যাকশন হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) পর এবার একই জোনের অতিরিক্ত

উপ-কমিশনার (এডিসি) মো. সরোয়ার হোসাইনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একই আদেশে আরও তিনজন অতিরিক্ত উপ-কমিশনারের দায়িত্বে রদবদল আনা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, নজরদারিতে থাকার পাশাপাশি ইতিমধ্যে পুলিশ বাহিনীতে বড় ধরনের রদবদল, বাধ্যতামূলক অবসর এবং বিতর্কিত কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার বা পুলিশ বা ডিএমপি সদর দপ্তরে সংযুক্ত করার মতো ঘটনা ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি সরকার ও বিভিন্ন বাহিনী নিয়ে বিতর্কিত অডিও ছড়িয়ে পড়ার পর ডিএমপির একাধিক থানার ওসি ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন এবং প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ সদর দপ্তরের একাধিক সূত্র জানায়, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নাশকতা রূখতে, পুলিশ বাহিনীতে শৃঙ্খলা ফেরাতে, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও অপকর্ম রোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে 'শুদ্ধি অভিযান' বা অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বাহিনীতে যারা অপকর্মে জড়িত, তাদের তালিকা করে গোপন তদন্ত চলমান রয়েছে। ওসি থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি তালিকা করা হয়েছে, এতে কয়েকশ সদস্যের নাম রয়েছে, তালিকায় নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ তদন্তে দোষী প্রমাণ হলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শুদ্ধি অভিযানের মূল উদ্দেশ্য বাহিনীর ভেতরে শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পুলিশ সদস্যদের আচরণে পেশাদারিত্ব আনা। সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশকে একটি আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার বা নিষ্ঠুরতা রোধ করা।

বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদায়ন পাওয়া পুলিশ সদস্যদের একটি অংশ নিয়ে নানা মহলে আলোচনা চলছে। অনেকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাদের কাছে অভিযানের আগাম তথ্য পাচার এবং তাদের সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে। কারো কারো বিরুদ্ধে পলাতক পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগেরও অভিযোগ ওঠে। পুলিশ প্রশাসন এসব অভিযোগ ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ নজরদারি বাড়িয়েছে। রাকিবুল হাসানের অডিও প্রকাশের পর আওয়ামী লীগ শাসনামলে সুবিধা পাওয়া পুলিশ কর্মকর্তাদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। যেসব পুলিশ সদস্য সরকার ও বাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪৩ মাসে নিখোঁজ ৭২ হাজার শিশু



দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: কুমিল্লায় নিখোঁজের পরদিন মরদেহ পাওয়া গেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের ১৩ বছরের সন্তান ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিমের। একই দিন সুনামগঞ্জে অচেতন বাবার পাশ থেকে তিন ভাই-বোনের মরদেহ এবং মানিকগঞ্জে মা-বাবার মরদেহের পাশ থেকে দেড় বছরের আলিজা নূরের নিখর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনা পৃথক হলেও এই পাঁচ শিশুই হয়েছে নৃশংসতা ও হত্যার শিকার। গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার পৃথক এই ঘটনা ঘটেছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও শিশুরা হত্যা, নৃশংসতার শিকার হচ্ছে। নিখোঁজ হচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বলছে, গত তিন বছর সাত মাসে (৪৩ মাস) ৭২ হাজার ৪৮৯ শিশুর নিখোঁজের ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হয়েছে। অবশ্য নিখোঁজ শিশুদের ৯০ শতাংশের বেশি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। তবে

তাদের কতজনকে জীবিত ও কতজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেই তথ্য আলাদাভাবে করা নেই পুলিশ সদর দপ্তরে।

বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) বলেছে, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে সারা দেশে ২৫৪ শিশু খুন হয়েছে। তাদের মধ্যে নিখোঁজের পর মরদেহ উদ্ধার হয়েছে ৩৬ শিশুর।

রাজধানীর খিলক্ষেত এলাকা থেকে গত বৃহস্পতিবার নিখোঁজ হয়েছে হাবিবুল্লাহ নাস্টম নামে ১২ বছরের এক শিশু। এ ঘটনায় তার মা থানায় জিডি করেছেন। তবে ২০ সেপ্টেম্বর রোববার রাত পর্যন্ত তার সন্ধান পায়নি পরিবার। তাদের বাড়ি নাটোরের নলডাঙ্গার নাটোর গ্রামে। বাবা বাবুল ইসলাম ও শরীফা খাতুনের সঙ্গে খিলক্ষেতের কুমিল্টোলা স্কুল রোড এলাকায় থাকত। নিখোঁজ নাস্টমের চাচা গোলাম হুসাইন বলেন, নাস্টমের কাছে থাকা মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। খিলক্ষেত থানার ওসি মো. সোহরাব আল হোসাইন বলেন, শিশুটিকে খুঁজে পেতে অভিযান চলছে।

৯ সেপ্টেম্বর সকালে গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানার গাজীপুরা কাজীপাড়ার সুমন মার্কেট এলাকা থেকে নিখোঁজ ৮ বছরের শিশু আলিফের খোঁজও পাওয়া যায়নি। নিখোঁজের ঘটনায় টঙ্গী পূর্ব থানায় জিডি হয়েছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে শূন্য থেকে নয় বছর বয়সী শিশু নিখোঁজের জিডি হয়েছে ৪৭৪টি। তাদের মধ্যে উদ্ধার হয়েছে ৪০৬ জন। ৬৮ জন উদ্ধার হয়নি।

LS Londonium Solicitors

আপনার যে কোনো আইনি
সহায়তার জন্যে যোগাযোগ করুন
Mobile: 07438 163 373

PRACTICE AREAS:

- Immigration & Asylum
- Criminal Defence
- Family
- Children (Public & Private)
- Medical Negligence (No win no fee)
- Housing
- Personal Injury (No win no fee)
- Litigation
- Business & Employment
- Landlord & Tenant
- Mental Health

LEGAL AID SERVICES:

- Police Station Representation & Criminal Defence
- Family & Children Law
- Immigration & Asylum
- Mental Health
- Housing
- Welfare Benefits
- Debt



Emdadul Hussain Forhad

Legal Consultant at Londonium Solicitors

Barrister-at-Law of Lincoln's Inn (NP)

BPC, LLM - University of Law

LLM in Commercial Law - UWE Bristol

LLB(Hons) - BPP University

☎ 07438 163 373
☎ 020 7377 5055

✉ forhad@londoniumsolicitors.co.uk
🌐 www.londoniumsolicitors.co.uk

📍 Unit 1, 14-16 (Ground & First floor)
1, 13 Adler St, London E1 1EG



পাবনায় শিশু ধর্ষণের পর হত্যা আসামির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল জনতা

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: পাবনা সদরে ১০ বছর বয়সী এক শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর হত্যা মামলার প্রধান আসামির বাড়ি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ১৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বাড়িটিতে ভাঙচুর চলে।



তবে এ ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় লোকজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে শুক্রবার জুমার নামাজের পর স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে বাড়িতে হামলা চালায়। দুই তলা বাড়িটির মালামাল ভাঙচুর করে। তাঁরা বাড়িটির দরজা ও জানালা খুলে ফেলে। বড় হাতুড়ি দিয়ে ছাদ ভাঙতে দেখা যায়। একপর্যায়ে বাড়িটির অবকাঠামোর অনেকাংশই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)

তরিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে আগে থেকে পুলিশ মোতায়েন ছিল, তবে গ্রামবাসীর তুলনায় পুলিশের সংখ্যা কম থাকায় সে সময় বাধা দেওয়া যায়নি। পরে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। পরিস্থিতি এখন শান্ত।

৯ সেপ্টেম্বর চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েশিশুটি নিখোঁজ হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর বাড়ির পাশের ডোবা থেকে তার খুঁত লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দুজন হলেন প্রধান আসামি মোস্তফা প্রামাণিক (৫৫) ও তাঁর বাড়ির ভাড়াটিয়া ইয়াছিন আলী (২১)।

শিশুটির পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে শিশুটি তার বাবার সঙ্গে স্থানীয় একটি বাজারে যায়। বাজার শেষে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে বাজারের ব্যাগ মায়ের হাতে দিয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে শিশুটির স্যান্ডেল পাওয়া যায়। এ ঘটনার পরদিন শিশুটির বাবা পাবনা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর শিশুটির সন্ধান চেয়ে জেলা শহরে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেন শিশুটির স্বজন, সহপাঠী ও পাড়াপ্রতিবেশীরা। এদিন শিশুটির বাবা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে অপহরণের মামলা করেন। পরের দিন সকালে বাড়ির পাশের ডোবা থেকে বস্তায় ভরা শিশুটির খুঁত লাশ উদ্ধার করা হয়। এদিন বিকেলেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর শিশুটির বাবার করা মামলায় হত্যা ও ধর্ষণের ধারা যুক্ত করা হয়। আসামি দুজন বর্তমানে কারাগারে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেলে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন পাবনার পুলিশ সুপার আবু আশ্রাফ। আসামিদের পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে তিনি জানান, গ্রেপ্তার মোস্তফা প্রামাণিক মৃদোকানি। তিনি ও তাঁর বাড়ির

ভাড়াটিয়া ইয়াছিন আলী শিশুটিকে হত্যার আগে মৃদোকানির পেছনে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এ সময় শিশুটি অচেতন হয়ে পড়লে তাকে স্বাস্থ্যরোধে হত্যা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ঘটনা আড়াল করতে মোস্তফা ও ইয়াছিন শিশুটিকে খুঁজতে বের হওয়ার নাটকও করেন। পরে মোস্তফা লাশটি নিয়ে বাড়ির খাটের নিচে রেখে দেন। এরপর লাশটি খণ্ড করে বস্তায় ভরে দুটি ইট বেঁধে বাড়ির পাশের ডোবায় ফেলে দেন। পরে অবস্থা বেগতিক দেখে ডোবা থেকে তাঁরা লাশটি তুলে সেপটিক ট্যাংকে ফেলারও চেষ্টা করেন। তবে দুর্গন্ধে কুকুরের দল এগিয়ে আসায় তাঁরা ব্যর্থ হন। এরপর লাশটি ডোবাতৈই পড়ে ছিল। পরে স্থানীয় লোকজন থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তে শিশুটিকে ধর্ষণ ও হত্যার আলামত পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তারের পর দুজনই হত্যা ও ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। শিশুটিকে এভাবে হত্যা মেনে নিতে পারছিলেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা আজ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রধান আসামি মোস্তফা প্রামাণিকের বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়।

ভাঙচুরে অংশ নেওয়া কয়েকজনের ভাষ্য-শিশুকে যাঁরা ধর্ষণ করে হত্যা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা দেখতে চান এলাকাবাসী। দেশে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় দুঃস্থানুলক শান্তি নিশ্চিত হওয়া দরকার; কিন্তু শান্তি হয় না। কোনো ধর্ষণেরই দৃশ্যমান বিচার হয় না। তাই ধর্ষণে জড়িত আসামির কোনো চিহ্ন তাঁরা রাখতে চান না।

নিখোঁজের দুই দিন পর ঝোপ থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে নিখোঁজের দুই দিন পর পুকুরপাড়ের ঝোপ থেকে মেয়েশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত সোমবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার একটি গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।



নিহত শিশু (৭) গ্রামের মাদ্রাসায় পড়ত। দুই বোনের মধ্যে সে বড়। তার বাবা ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন।

মায়ের সঙ্গে দুই মেয়ে গ্রামে থাকত। পুলিশ ও শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা যায়, শিশুটির মামার বাড়ি একই গ্রামে; হাটা দূরত্বে প্রায় ১০ মিনিট। গত শনিবার সকালে সে মামার বাড়িতে ছিল। সেখান থেকে বের হয়ে সে নিখোঁজ হয়। পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করেও তাকে আর পায়নি। পরে তাঁরা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। গতকাল বেলা সাড়ে তিনটার দিকে গ্রামের বড় বাড়ির পুকুরপাড়ের ঝোপে শিশুটির অর্ধগলিত লাশ দেখতে পান এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে শিশুটির মামা বলেন, শনিবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে তাঁর ভাগনি বাড়ির উদ্দেশে বের হয়। ১৫ মিনিট পর তাঁর বোন (শিশুটির মা) তাঁদের বাড়িতে আসেন। তিনি মেয়ের খোঁজ নেন। তখন নিখোঁজের বিষয়টি বোঝা যায়। এরপর তাঁরা সবাই ভাগনির খোঁজ শুরু করেন। এলাকায় মাইকিং, মসজিদে ঘোষণা, ফেসবুকে পোস্ট দেওয়া হয়। পরে থানায় জিডি করা হয়।

KUSHIARA

• Travel Agent • Money Transfer • Bureau De Change

OUR SERVICES

- Travels
- Cargo
- Money Transfer
- Courier Service
- International & Domestic Airline Tickets
- Hotel Booking
- Tour Packages
- Airport Pickup & Drop
- Passport Service

BANGLADESH OFFICE

43/A, Block-2, Kumarpara, Sylhet

Tel: 88 029 9770 0392

M: 8801313-088874

WE ARE OPEN

7 DAYS A WEEK

10 am to 8 pm

AIRLINES:

Emirates	QATAR AIRWAYS	BRITISH AIRWAYS	Biman Bangladesh Airlines
ARABIAN AIRWAYS	TURKISH AIRLINES	US-BANGLA AIRLINES	NOVOAIR

Harun Miah
Managing Director

319 Commercial Road
London E1 2PS

020 7790 1234

আপনি কি

IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION

সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন?

দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality
Family and Children
Personal Injury
Litigation
Property, Commercial & Employment
Housing and Homelessness
Landlord and Tenant
Welfare Benefits
Money Claim & Debt Recovery
Wills and Probate
Mediation
Road Traffic Offence
Flight Delay Compensation
Crime
Conveyancing

ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
পার্সোনাল ইনজুরি
লিটিগেশন
প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
হাউজিং ও হোমলেসনেস
ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
উইলস ও প্রবেট
মিডিয়েশন
রোড ট্রাফিক অফেন্স
ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
ক্রাইম
কনভেয়েন্সিং

18 Tapestry Way,
London E1 2FJ

T: 0208 077 5079
F: 0208 077 3016

www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা

দু-একটি ককটেল ফুটিয়ে বাসে আগুন দিয়ে সংকট তৈরি করা যাবে না

ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেছেন, দু-একটি ককটেল ফুটিয়ে, বাসে আগুন দিয়ে সরকারের মধ্যে সংকট তৈরি করা যাবে না। জুলানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ডিজেলের বর্তমানে প্রতি লিটারে সরকার প্রায় ৮৯ টাকা করে লোকসান দিচ্ছে। যার ফলে প্রতিদিন কেবল ডিজেল খাতেই প্রায় ১০৯ কোটি টাকা সরকার লোকসান দিচ্ছে। অর্থাৎ শুধু ডিজলে বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা সরকারের লোকসান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের অগ্রগতি ও সমসাময়িক নানা বিষয় জানাতে এই প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। ব্রিফিংয়ে তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. মো. আলম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নের জবাবে জাহেদ উর রহমান বলেন, 'আওয়ামী লীগ বলছি না, কিন্তু ঢাকা শহরে কিছু কিছু জায়গায় দু-একটি ককটেল ফুটেছে, বাসে আগুন দেওয়া হয়েছে, এগুলো করে আসলে সরকারের মধ্যে সংকট তৈরি করা যাবে বলে আমি মনে করি না। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর দায়িত্বে থাকবে, এটি মেনে নিয়েই আসলে রাজনীতি করা উচিত।' ব্রিফিংয়ে লিখিত বক্তব্যে উপদেষ্টা জানান, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জুলানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও চলতি বছরের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ২২ হাজার ৮৭৫

কোটি টাকা লোকসান মেনে নিয়ে দেশে তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এ ধারাবাহিক লোকসান হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং পাশের দেশগুলোতে জুলানি তেল পাচারের বড় ঝুঁকি এড়াতে সরকারকে জুলানি তেলের মূল্য পুনর্নির্ধারণ বা সমন্বয় করতে হয়েছে। নতুন দর অনুযায়ী, প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ১১৫ থেকে বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা, অকটেন



১৪৫ থেকে ১৬৫ টাকা, পেট্রল ১৪০ থেকে ১৬০ টাকা এবং কেরোসিনের মূল্য ১৩৫ থেকে বাড়িয়ে ১৫৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশের ও এশিয়ার দেশগুলোর জুলানি তেলের দামের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তথ্য উপদেষ্টা জানান, ভারতের কলকাতায় বর্তমানে প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ১৩৪.৭৬ টাকা, মিয়ানমারে ১৬৪.৮৩ টাকা, নেপালে ১৬১.২৪ টাকা, শ্রীলঙ্কায় ১৭৯.৪২ টাকা, থাইল্যান্ডে ১৫১.২২ টাকা ও পাকিস্তানে ১৮৫.৪৮ টাকা।

সামাজিক সুরক্ষা ও ফ্যামিলি কার্ড : জুলানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে সাধারণ মানুষের ওপর সৃষ্ট চাপ কমাতে সরকার একাধিক বিকল্প সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি জোরদার করছে বলে জানান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'আগামী অক্টোবর মাস থেকে দেশব্যাপী প্রায় ৪১ লাখ পরিবারকে 'ফ্যামিলি কার্ড' প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে ভাতা সরাসরি জিটুপি পদ্ধতিতে উপকারভোগীর বিকাশ, নগদ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে ১.৬১ কোটি পরিবারকে এই সর্বজনীন সুরক্ষাবলয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫৫ লাখ পরিবারকে ১৫ টাকা কেজিতে ৩০ কেজি করে চাল এবং ৩০০টি উপজেলায় ভিটামিনসমৃদ্ধ 'পুষ্টিচাল' বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বরাতে উপদেষ্টা জানান, আগস্ট মাসে সারা দেশে পরিচালিত ল্যাবের মাধ্যমে দুই হাজার ৯৪২টি খাবারের নমুনা পরীক্ষা করে ৮১১টিতে অতিরিক্ত ক্ষতিকর উপাদান পাওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কমল হজ বিমানভাড়া : ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতির তথ্য জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনায় ২০২৭ সালের হজের বিমানভাড়া গত বছরের তুলনায় ২৪ হাজার ৮৩০ টাকা কমিয়ে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৩ সালে ছিল এক লাখ ৯৭ হাজার টাকার বেশি। এ ছাড়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এক হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের ৮৬ হাজার ৭০৯টি প্রতিষ্ঠানের দুই লাখ ৫৬ হাজার ৭৪ জন ধর্মীয় নেতা ও সেবাকর্মীকে (ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাদেম, পুরোহিত, সেবায়তে ও বৌদ্ধ ভিক্ষু) সম্মানির আওতায় আনা হচ্ছে।

২০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েও শেষরক্ষা হলোনা

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: গ্রেপ্তার এড়াতে পুলিশের ওপর নজরদারি করার জন্য গ্রামের প্রধান সড়ক থেকে নিজ বাড়ি পর্যন্ত ২০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছিলেন ওহিদুল মোল্লা (৩২)। হ্যাকিংয়ের কাজের জন্য ৭টি মুঠোফোনে অদলবদল করে ব্যবহার করতেন ৬৮টি সিম। ঘুমানোর জন্য কবুতরের ঘরের মধ্যে তৈরি করেছিলেন বিছানা। সেখানে ছিল সিসিটিভি মনিটর, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রসহ নানা সুবিধা। তবু শেষরক্ষা হয়নি তাঁর।



গত ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার দিবাগত গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ওহিদুলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি নাটোরের লালপুর উপজেলার বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের মোহরকয়া গ্রামের রবেল মোল্লার ছেলে। সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা করে তাঁকে আদালতে পাঠানোর কথা জানিয়েছে পুলিশ। লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ওহিদুল মোল্লা

ইমো হ্যাকিং চক্রের রাজধানীখ্যাত বিলমাড়িয়া গ্রামের হ্যাকার সম্রাট। তাঁর অধীনে এলাকায় হ্যাকার চক্র গড়ে উঠেছে। সবাই তাঁকে গুরু হিসেবে মানেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্বিঘ্নে হ্যাকিং কার্যক্রম চালাতে এবং গ্রেপ্তার এড়াতে নানা কৌশল অবলম্বন করেন ওহিদুল মোল্লা। প্রধান সড়ক থেকে নিজ বাড়ি পর্যন্ত স্থাপন করেন অন্তত ২০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। যেন পুলিশ প্রধান সড়ক থেকে নামামাত্র তিনি পালাতে পারেন। পুলিশ জানায়, ওহিদুল প্রাচীরঘেরা পাকা বাড়ির একটি কক্ষে কয়েক শ কবুতর রাখার বাসা বানিয়েছেন। এর মধ্যে একটি খাতে তিনি ঘুমান। বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারবেন না, সেখানে মানুষের থাকার ব্যবস্থা আছে। আরাম-আয়েশের জন্য সেই ঘরে দামি আসবাব, সিসিটিভি মনিটর ও শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসিয়েছেন। এখানে বসে তিনি হ্যাকিং করে অন্যের মুঠোফোনের নিয়ন্ত্রণ নিতেন। যাতায়াতের জন্য দামি মোটরসাইকেল ব্যবহার করতেন। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন অপারেটরের ৬৮টি সিম কার্ড। সেগুলোর নম্বর সাদা কাগজে ছক করে ছিল। কোনটা বিকাশ, কোনটা নগদ, হিসাব রাখতে সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়া আছে। ওহিদুল ডিজিটাল মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আকৃিকার অর্ডার নেয়া হয়



WE ACCEPT
ALL MAJOR
CREDIT
CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU

T: 020 7247 1009

M: 07983 760 908



সাথে পাচ্ছেন
এক কপি
সাপ্তাহিক দেশ
ফ্রি



(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349

Taysir Mahmud
Editor

Mohammad Reazul Islam
Head of Production

Foysol Mahmud
News Editor

Mohammed Rahim
Managing Editor

Md Abadur Rahman
Graphic Designer

Akhtar Mahmmd Tazul Islam
Sub Editor

Md. Rafiqul Islam
Contributor

Salman Farsi
Sub Editor
(English Section)

Abu Rahman
Special Correspondent

J. Mahmud
IT Support

Abul Kalam
Dhaka Correspondent

A.J Lablu
Staff Correspondent, Sylhet

Delwar Husain
Special Correspondent

53a Mile End Road
London E1 4TT
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী সৌদিতে অপরাধচক্রে জড়াচ্ছে প্রবাসীরা

প্রবাসীদের কষ্টার্জিত আয় দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। আত্মীয়-স্বজন ফেলে বিদেশের মাটিতে হাড় খাটুনি খেটে পয়সা রোজগার করেন। অথচ তাঁদেরই একটি অংশ ভয়ানক সব অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। জানা যায়, সৌদি আরবে মাদক কারবারের পাশাপাশি বাংলাদেশিদের কয়েকটি সংঘবদ্ধ অপরাধীচক্র গড়ে উঠেছে। এসব চক্রের বিরুদ্ধে চুরি, গাড়ি ছিনতাই, ডাকাতি, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অপরাধের শিকারও হচ্ছেন সাধারণ বাংলাদেশি প্রবাসীরা। সম্প্রতি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিকে এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এসব উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, মাদকের অর্থ জোগাতে অনেক প্রবাসী নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। সংবাদপত্রের হাতে আসা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রিয়াদের একটি সড়কে এক যুবক প্রাণপণে দৌড়াচ্ছেন। চাপাতি হাতে তাঁকে ধাওয়া

করছেন আরেকজন। অপর এক ভিডিওতে এক প্রবাসীর হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় নির্যাতনের দৃশ্য দেখা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, অপহরণকারীরা ভিডিওটি ভুক্তভোগীর পরিবারের কাছে পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি করে। এদিকে আরেক খবরে দেখা যায়, সৌদি আরবগামী সাধারণ প্রবাসীদের হাতে ওষুধের নামে তুলে দেওয়া হচ্ছে ইয়াবার প্যাকেট। বাহক জানেনই না তাঁর লাগেজে মাদক রয়েছে। সৌদিতে পৌঁছানোর পর সেই চালান গ্রহণ করেন চক্রের সদস্যরা। চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে পর পর দুটি চালান ধরা পড়ার পর এমন একটি সংঘবদ্ধ চক্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভাবা যায়, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? দেখা যাচ্ছে অপরাধপ্রবণ কিছু ব্যক্তির বেআইনি কর্মকাণ্ডের কারণে প্রবাসী কমিউনিটির সুনাম আজ হুমকির মুখে। যে দেশে লাখ লাখ পরিশ্রমী বাংলাদেশি দিনরাত ঘাম ঝরিয়ে

দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন, সেখানে গুটিকয় অপরাধীর কারণে ব্র্যান্ড 'বাংলাদেশ' ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ রকম চলতে থাকলে অনেক দেশ থেকে বিধি-নিষেধ আসতে পারে। বাংলাদেশি কর্মীদের ভিসা পাওয়া কঠিন হতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠে আসে, কেন এই সংকট তৈরি হচ্ছে? প্রথমত, জনশক্তি রপ্তানির প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব অন্যতম কারণ। অনেক সময় ভুয়া কাগজপত্র, অস্বচ্ছ অপরাধ রেকর্ড যাচাই এবং দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে অসাধু ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তির বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশে গিয়ে কাক্ষিত কাজ না পাওয়া বা অর্থনৈতিক হতাশায় পড়ে অনেকে দ্রুত টাকা উপার্জনের সহজ পথ হিসেবে অবৈধ মাদক ও অপরাধের পথ বেছে নিচ্ছে। আমরা মনে করি, বিদেশ গমনেচ্ছুদের তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশের মুখ রক্ষা করতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনগুলোকে আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রযন্ত্রে পতিতদের শিকড় এখনো কতটা গভীরে

একেএম শামসুদ্দিন

পতিত শেখ হাসিনার স্বৈচ্ছায় বাংলাদেশে ফিরে আসার বিষয় নিয়ে পুলিশের এক কর্মকর্তার কথোপকথনের একটি অডিওকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের ভেতরে পুরোনো রাজনৈতিক যোগাযোগের বিষয়টি আবারও সামনে এসেছে। ক্যান্টনমেন্ট থানার ওসি মো. রাকিবুল হাসানের ছড়িয়ে পড়া ওই অডিওতে শেখ হাসিনার সম্ভাব্য ডিসেম্বরের প্রত্যাবর্তন, পুলিশের সক্ষমতা, পুলিশ কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং পুলিশে পদায়ন নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য শোনা যায়। অডিওতে রাকিবুলের বক্তব্যের বিষয়বস্তু যাই থাকুক, ঘটনাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরে থেকে সরকারি কর্মকর্তারা এখনো পুরোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখছেন কীভাবে? অডিওতে রাকিবুলের পরিচয় জানা গেলেও অপর প্রান্তের ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি অথবা প্রকাশ করা হয়নি। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয়, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক বিবেচনায় পুলিশে যোগ দেওয়া বা পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের আওয়ামী লীগের প্রতি এখনো রাজনৈতিক আনুগত্য আছে কিনা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি অথবা উপেক্ষা করেছে। এ কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের কর্মদক্ষতায় দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা, এ বিষয়টিও খতিয়ে দেখতে হবে। পুলিশের এ ধরনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই কি তাহলে আওয়ামী লীগের নিষিদ্ধ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির প্রকাশ্যে সাম্প্রতিক কয়েকটি সহিংস ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে? বিএনপি সরকারের ২১০ দিনে কমপক্ষে ৩৭১ বার দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। নিজেদের সংগঠিত করতে তারা ব্যবহার করছে বিশেষ অ্যাপ। ফলে অনেক সময় গোয়েন্দাদের নজরদারি ফাঁকি দিতে সক্ষম হচ্ছে তারা। শুধু আগস্টেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের ব্যানারে ১৪৩টি ঝটিকা মিছিল বের করা হয়। চলতি মাসের প্রথম ১০ দিনে ছাত্রলীগ ৩১টি ঝটিকা মিছিল করেছে, আর আওয়ামী লীগের ব্যানারে ২২টি মিছিল ও ৩৬টি গোপন বৈঠক হয়েছে।

এ ধারাবাহিক ঘটনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার প্রয়োজন আছে তা হলো-রাজনৈতিকভাবে নিষিদ্ধ একটি সংগঠনের মাঠপর্যায়ের কর্মীরা কীভাবে সংগঠিত হচ্ছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের পেছনে অর্থ, সাংগঠনিক সহায়তা ও যোগাযোগের উৎস কোথায়? একই প্রশ্ন প্রযোজ্য সিভিল প্রশাসনের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও। ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতারা এসব কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করছেন বলে ইতোমধ্যেই শোনা গেছে। বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেখ হাসিনার দেশে ফেরাসহ বিভিন্নভাবে গুজব ছড়িয়ে আওয়ামী লীগের মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের

‘উজ্জীবিত’ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ মাঠপর্যায়ে গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। যেসব পেজ বা লিংক থেকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থার (বিটিআরসি) মাধ্যমে সেগুলো মুছে ফেলা (রিমুভ) হচ্ছে। বিটিআরসির মাধ্যমে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ৮৮৫টি লিংক অপসারণ করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। এসব কার্যকলাপের পেছনে অর্থ জোগানের যে প্রশ্ন উঠেছে, সে ব্যাপারে আরও অনুসন্ধানের দরকার আছে। আওয়ামী লীগের সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী ও শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে যারা বর্তমান প্রভাবশালী নেতাদের লেজুড়বৃত্তি করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের কেউ কেউ এ অর্থ জোগানের পেছনে যে জড়িত নেই, তা কে জানে। এ ব্যাপারে আলাদাভাবে তথ্যানুসন্ধান করা উচিত। তাদের আর্থিক লেনদেন এবং যোগাযোগের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন কী ফিরবেন না, সে বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়। ভারত ইতোমধ্যেই নিশ্চিত করেছে, বাংলাদেশের অনুরোধে তারা শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠাবে না। তবে হাসিনা যদি স্বৈচ্ছায় ফিরে যেতে চান, তাহলে বাধা দেবে না। ভারত তাদের এ বক্তব্যের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক কূটচাল চলেছে। ভারত যদি বাংলাদেশের প্রতাপর্ণ অনুরোধ গ্রহণ করে শেখ হাসিনাকে ফেরত দেয়, তাহলে সেটি হবে একটি রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভারত সরকারের ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়বে। আবার যদি ভারত তাকে ফেরত না পাঠায় এবং শেখ হাসিনা নিজেই বাংলাদেশে ফিরে আসেন, তাহলে ঘটনাটির রাজনৈতিক দায়ভার ভারত সরকারের ওপর সরাসরি বর্তাবে না। দিল্লি তখন বলতে পারবে, তাকে ভারত প্রতাপর্ণ করেনি; হাসিনা নিজের সিদ্ধান্তে দেশে ফিরেছেন। ফলে কূটনৈতিক দিক থেকে ভারত একটি ভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারবে। এটি নিছক একটি কূটচাল নয়, এর পেছনে ভারতের হয়তো এমন কোনো কূটনৈতিক পরিকল্পনা রয়েছে, যা এখন প্রকাশ না করলেও সময় হলেই হয়তো কাজে লাগতে পারবে। এ বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের মাথায়ও রাখতে হবে। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারণকদের সম্ভাব্য সব পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখা উচিত। কারণ শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন কেবল একটি ব্যক্তির দেশে ফেরার ঘটনা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে যাবে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, বিচারিক প্রক্রিয়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। যদি তাই ঘটে, সে ক্ষেত্রে বিএনপি কীভাবে সামাল দেবে তা এখন থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।

তবে দেশে পরিস্থিতি দিন দিন যেদিকে যাচ্ছে, সরকারকে এখনই সতর্ক হতে হবে। এ কথা বলাই যায়, দেশে এখন একটি নৈরাজ্য পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনের ভেতর যে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়ে গেছে, ক্যান্টনমেন্ট থানার ওসি রাকিবুলের ঘটনাই প্রমাণ করেছে। ভাবতে অবাক লাগে, রাকিবুলের মতো একজন ওসিকে কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ থানায়

পদায়ন করা হয়েছে! এটি বলা অতুক্তি হবে না, রাকিবুলের ক্যান্টনমেন্ট থানায় বদলির পেছনে যাদের সংশ্লিষ্টতা আছে, তাদের বিষয়েও তদন্ত হওয়া উচিত। এ কথা ঠিক, অনেক আগে থেকেই পুলিশে এক ধরনের বদলি বাণিজ্য চালু আছে। এ বাণিজ্য যে এখনো চলমান, তা রাকিবুলের অডিও বক্তব্যেও প্রকাশ পেয়েছে। অর্থ বড় কঠিন লোভ। প্রশ্ন হচ্ছে, এ অর্থের বিনিময়ে কি রাকিবুলের মতো কর্মকর্তাদের ভালো ভালো পদে জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে? আওয়ামী লীগ আমলে পুলিশের অনেক কর্মকর্তাই বহু অর্থের মালিক হয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, অর্থের বিনিময়ে এমন আর কতজন আওয়ামী ঘরানার পুলিশ কর্মকর্তাকে পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে? এ ‘বদলি কার্যক্রম’ দেশবিরোধী চক্রের বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ কিনা দেখতে হবে। এ বিষয়েও পৃথক একটি তদন্ত হওয়া দরকার আছে বলে মনে করি। অনুসন্ধান করলে পুলিশের পাশাপাশি বেসরকারি প্রশাসনেও হয়তো এমন অনেক সিভিল আমলা পাওয়া যাবে, যারা নিয়মিত পতিত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অথবা তাদের কোনো কন্টাক পয়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। এ ব্যাপারেও সরকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তা না হলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যদি ঘটে, আশ্চর্য হব না। আওয়ামী লীগ এবং প্রতিবেশী যে দেশটি তারেক রহমান এবং তার সরকারকে দুর্বল করতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো, ধীরে ধীরে সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করা। কারণ তাদের সবচেয়ে বড় ভয় ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ। আর তারেক রহমান এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকারপ্রধান। তারা বিশ্বাস করে, বাংলাদেশের জনগণের ভেতর যদি একবার ফাটল ধরতে পারে, তাহলেই তারেক রহমানকে জনবিচ্ছিন্ন করা সহজ হবে। এজন্য তারা যা করার তাই করবে। বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কল্পনাভীত নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চেষ্টা করে যাবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তাদের এ চেষ্টায় রাকিবুলের মতো লুকিয়ে থাকা লোকদেরও কাজে লাগানো হবে। ভবিষ্যতে সরকারের কোনো এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে এসব সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে যে আরও একটি ‘জনতার মঞ্চ’ তৈরি করা হবে না, কে জানে। এটিকে হালকাভাবে নিলে চলবে না। এখনো সময় আছে। সরকারের সাত মাস পেরিয়ে গেছে। এসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে যদি এখনই ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো-প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থা ফিরিয়ে এনে এমন একটি পেশাদার কাঠামো নিশ্চিত করা, যাতে সরকারের যে কোনো দুর্বল মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে কোনো সংগঠিত গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করার সুযোগ না পায়।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, কলাম লেখক

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির ৫ম বার্ষিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির ৫ম বার্ষিক চ্যারিটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জমজমাট আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত রবিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) লন্ডনের রেডব্রিজ স্পোর্টস অ্যান্ড লেজার সেন্টারের জ্যাক ব্রাউন ইনডোর অ্যারেনায় দিনব্যাপী এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

টুর্নামেন্ট থেকে সংগৃহীত অর্থ দৃষ্টি, শ্রবণ ও

টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট, প্রবীণ সাংবাদিক নবাব উদ্দিন। এ সময় তিনি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, ভলান্টিয়ার, ট্রাস্টি, স্পন্সর ও আয়োজকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার কারণেই সফলভাবে এ আয়োজন সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি



বাকপ্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

টুর্নামেন্টের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে অ্যাডভান্স গ্রুপের ফাইনালে নোমান ও ওয়াকাস জুটি, শামিম ও উজ্জল জুটিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। ইন্টারমিডিয়েট গ্রুপে ফাইনালে শাফি ও মারুফ জুটি, টিপু ও সুজন জুটিকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করেন।

খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও নগদ পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্টের অন্যতম স্পন্সর আতিক চৌধুরী, স্পন্সর আব্দুল হালিম, ইমামুল চৌধুরী, সাংবাদিক মাহবুব রহমান, ব্যারিস্টার সেবুলুল হকসহ অন্যান্য অতিথি ও স্পন্সররা।

আরও বলেন, বিশ্বজুড়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং যুক্তরাজ্যের স্থানীয় কমিউনিটির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ২০২০ সালে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন মানবিক, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সংগঠনটি দেশে-বিদেশে কাজ করে যাচ্ছে।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, প্রবীণদের সুস্থাস্থ্য, শিশুদের বিনোদন এবং শিল্প-সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন আয়োজন। 'সত্যেন সেন পারফর্মিং স্কুল'-এর সহযোগিতায় শিল্প ও সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব ও আকিলা নূর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে সামার ট্রিপসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড আয়োজনের কথাও তুলে ধরা হয়।

ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটির বার্ষিক ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট সংগঠনটির অন্যতম প্রধান অর্থ সংগ্রহের আয়োজন। গত বছর টুর্নামেন্টে ২২০ জনেরও বেশি খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে প্রায় ৫ হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

এবারের টুর্নামেন্ট সফল করতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন ব্যাডমিন্টন প্রজেক্টের ইন-চার্জ সাবেক কাউন্সিলর আতা রহমান, ট্রাস্টি বাবুল হক, উপদেষ্টা জাহেদী ক্যারল, হাবিব রহমান, ফকরুল ইসলাম, আতিক, নবিন, মোহাম্মদ কিন্ন, শিপন ও মাহিদ চৌধুরীসহ সংশ্লিষ্টরা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা আ স ম মাসুম, সাংবাদিক রুমেনা রাশি, বিশ্বদবীপ দাশ, জাপানিজ রেস্টুরেন্টের কামরুল হুদা আজাদ ও বি এ এক্সচেঞ্জের আব্দুর রহিম।

এবারের আয়োজনেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। স্পন্সরদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাম্পলের আব্দুল হালিম, কারপ্ল্যানের তফজ্জুল মিয়া, হ্যালা পয়সা, বাংলা টাউন ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারিয়ার রফিক হায়দার, সেন্সেডিকেলের আব্দুল জাহাঙ্গীর, ইয়াম ইয়াম থাই রেস্টুরেন্টের আতিক চৌধুরী, ইয়াকি ইয়া জাপানিজ রেস্টুরেন্টের কামরুল হুদা আজাদ, ট্রাভেললিঙ্কের সামি ছানাউল্লাহ, বি এ এক্সচেঞ্জের শের মাহমুদ ও আব্দুর রহিম, মাহি অ্যান্ড কো-এর আবু তাহের এমবিই, দ্য মিটারি রেস্টুরেন্টের মো. দেলোয়ার হোসেন, কিংডম সলিসিটরের ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী এবং বারাকা ইটারি রেস্টুরেন্টের ইসলাম উদ্দিন।

আয়োজকরা জানান, খেলাধুলার পাশাপাশি মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে প্রতিবছর এ চ্যারিটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। এবারের টুর্নামেন্ট থেকে সংগৃহীত অর্থ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শায়খ ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে লন্ডন জমিয়তের আলোচনা

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে, লন্ডন মহানগর শাখার উদ্যোগে শায়খে কাতিয়া রহ.-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, হযরত ফেদায়ে মিল্লাত রহ.-এর খলিফা, জগন্নাথপুর উপজেলা জমিয়তের সাবেক সহ-সভাপতি এবং কাতিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হাফিজ মাওলানা শায়খ ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর জীবন, ইলমি ও দ্বীনী খেদমত এবং বহুমুখী কর্মময় জীবন নিয়ে ভার্সুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত এ ভার্সুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে, লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লন্ডন মহানগর জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রিয়াজ আহমদ।

আলোচনা সভায় বক্তারা মরহুম হাফিজ মাওলানা শায়খ ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর বর্ণাঢ্য জীবন, ইলমি মেহনত, দ্বীনী খেদমত, আখলাক, আমল, বিনয়, ইখলাস এবং মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ইউকে জমিয়তের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা শায়খ আসগর হোসাইন; জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও জামিয়া ইসলামিয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া; কেন্দ্রীয় জমিয়তের যুগ্ম মহাসচিব ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি ড. মাওলানা শূয়াইব আহমদ; শায়খে কাতিয়া রহ.-এর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাওলানা ইউসুফ আমিনী; জগন্নাথপুর উপজেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা সৈয়দ মাসরুর আহমদ ক্বাসেমী; কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ; ইউকে জমিয়তের সহ-সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী; ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাসিম আহমদ; জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ওমান শাখার সভাপতি মাওলানা রশীদ আহমদ; সাবেক সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হালীম সাতবাকী এবং সেক্রেটারি মাওলানা জাহেদ নাসির।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লন্ডন মহানগর জমিয়তের উপদেষ্টা মাস্টার আব্দুর রউফ, সহ-সভাপতি হাফিজ জিয়াউদ্দীন, সহ-সভাপতি হাফিজ রশীদ আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান, তাকসিরুল কুরআন বিষয়ক সম্পাদক মুফতি ওলিউর রহমান, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল হাই, সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা জাবির হুসাইন, ওয়েলফেয়ার সম্পাদক মাওলানা দিলওয়ার হোসাইন, সৈয়দ আল আমীন, হাফিজ মাওলানা সৈয়দ সোহাইল, মাওলানা আমিনুল ইসলাম রাজু, শায়খে কাতিয়ার সুযোগ্য নাতি মাওলানা নোমান আহমদ, মরহুম হাফিজ মাওলানা শায়খ ইমদাদুল্লাহ রহ.-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা মুবাশ্শির আহমদ ও মেঝো পুত্র মাওলানা মুদাসসির আহমদসহ জমিয়তের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

HAMLET ACCOUNTANTS
Chartered Certified Accountants & Tax Advisers

Our Services:

- Limited Company Accounts
- Self Assessment Tax Return
- Company formations
- Charity registration & Accounts
- VAT
- Payroll & CIS tax
- HMRC Investigation & Penalty Appeal
- Property Tax

***Special discount for Minicab and Small businesses**
***FREE Tax and Business Consultancy Services**

266-268 Bethnal Green Road
London E2 OAG
info@hamletaccountants.co.uk
www.hamletaccountants.co.uk
Call us today:
020 3720 0406
Sulaman R Chowdhury ACCA
Principal

Islamic & English
Nikah Registered Kazi, London
ইসলামিক এন্ড ইংলিশ
নিকাহ রেজিস্টার্ড কাজী, লন্ডন

মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে চ্যারিটি কমিশনের পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারণের সুবিধার্থে মুসলিম নিকাহ, ম্যারিজে সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

Madinatul Uloom Welfare Trust UK provides Muslim Nikah (Islamic marriage), Marriage Certificates, and Divorce Certificates for the benefit and convenience of the public in London, under the auspices of the UK Charity Commission.

জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা
নয়া লম্বাহাটি, ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ

উক্ত মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দেশবাসী ও প্রবাসী মুসলমান ভাই ও বোনদের খেদমতে সাহায্যের আবেদন রইলো। শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) পর্যন্ত। ৭৫০ জন গরিব প্রতিম ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছেন। উক্ত মাদ্রাসায় আপনাদের লিঙ্গাহ, সাদাকা, যাকাত, ফিতরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য মুক্তহস্তে দান করুন।

UK Bank Details: HSBC Bank
Ac No: 41538829
Sort Code: 40-02-33

feast & Nishti
Restaurant & Sweetmeat

ফিফ্ট:
হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট

৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট

ব্যাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99

For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

লন্ডনে আরবি ও ইসলামিক পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে।
দক্ষ ইমামদের দ্বারা বাচ্চাদের পড়ানো হয়, কুরআন, হাদিস, ফিকহ, সিরাহ, দোয়া

আল-কিবলা হজ্জ উমরাহ সার্ভিস
দক্ষ আলিমদের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ করার সুবিধা প্রতি মাসে আমাদের গ্রুপ প্যাকেজ রয়েছে।

কাজী মাওলানা শামসুল হক (ছাতকী)
খতিব, আল-আকসা মসজিদ, ডকল্যান্ড, লন্ডন
প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা তুল উলুম মাদ্রাসা, ছাতক
চেয়ারম্যান, মদীনা তুল উলুম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
Mob: +44 7484 639461 | E-mail: shamsul1977@hotmail.co.uk

যুক্তরাজ্যে পালিত হলো ১১তম ‘ভিজিট মাই মস্ক’

দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর ছিলো ইস্ট লন্ডন মসজিদ

লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: বিপুলসংখ্যক অমুসলিমের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যে পালিত হয়েছে ১১তম ‘ভিজিট মাই মস্ক’ ডে। বিশেষ এই দিবস উপলক্ষে দেশজুড়ে ১১৫টি মসজিদ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সারাদিনই অমুসলিম দর্শনার্থীরা মসজিদগুলোতে আসতে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পদচারণায় মসজিদগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও মুখর।

দর্শনার্থীরা মসজিদ ঘুরে দেখার পাশাপাশি

অ্যান্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রবেশপথে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। এরপর ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাদের মসজিদের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যক্রম ঘুরিয়ে দেখানো হয়। মুসলমানরা নামাজের আগে কীভাবে অজু করেন, কীভাবে নামাজ আদায় করেন-এসব তারা প্রত্যক্ষ করেন।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লন্ডন মুসলিম

অমুসলিম দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করেন। ‘পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য’ মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধর্মের বহু মানুষ বসবাস করেন, যাদের অনেকেই কোনোদিনও মসজিদে আসেননি। তিনি বলেন, “আজ তাদের জন্য চা-নাস্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারা মসজিদের বিভিন্ন সেবা ও

সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ ধরনের আয়োজন সুসম্পর্ক বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার বলেন, এবারের ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচির প্রতিপাদ্য হলো ‘ট্যাকেলিং মিসকনসেপশন’, অর্থাৎ ইসলাম, মুসলমান ও মসজিদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা মোকাবেলা করা। বর্তমান সময়ে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৌচাক ছিলো দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ

কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল।” ‘মসজিদের পাশেই থাকি, কিন্তু কোনোদিন ভেতরে আসিনি’ একজন অমুসলিম নারী দর্শনার্থী জানান, তিনি মসজিদের পাশেই থাকেন, কিন্তু এর আগে কখনো ভেতরে প্রবেশ করেননি। ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচির কারণেই প্রথমবার মসজিদে আসার সুযোগ হয়েছে। ক্যাথলিক খ্রিষ্টান এই নারী বলেন, “আমি প্রায়ই দেখি মানুষ মসজিদে ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগত-এখানে আসলে কী হয়? শুধু একটি ভবন হিসেবে নয়, এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হয় এবং কী কী সেবা দেওয়া হয়, সেগুলো জানার আগ্রহ ছিল। আজ এসে দেখে খুব ভালো লেগেছে।” আরেকজন পুরুষ দর্শনার্থী বলেন, তিনিও জীবনে প্রথমবার মসজিদে এসেছেন। তিনি পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকায় মুসলিম কমিউনিটির মধ্যেই বসবাস করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ তার অনেকদিনের।

তিনি বলেন, অনলাইনে ওপেন ডে’র খবর দেখি। আমি যখনই মাইল এন্ড থেকে স্পিটালফিল্ডের দিকে যাচ্ছিলাম, মসজিদের পাশে বাসস্ট্যান্ড দেখি। আজ দুই স্টপ আগে নেমে ভাবলাম, মসজিদটা ঘুরে দেখি। তিনি বলেন, “এখানে এসে বুঝলাম জায়গাটি আমার ধারণার চেয়েও অনেক বড়। স্কুলজীবন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা জানতাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিষয়টিও জানতাম। কিন্তু এখানে মৌচাক আছে, প্রেস কনফারেন্স হয়, শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম, নারীদের স্পোর্টস এবং ফ্যামিলি কাউন্সেলিংসহ এত ধরনের সেবা রয়েছে-এগুলো আমার জানা ছিল না।”



ইসলাম, মুসলমানদের জীবনধারা, নামাজ, অজু এবং মসজিদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো মসজিদে প্রবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং দিনশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা নিয়ে ফিরে যান।

ইস্ট লন্ডন মসজিদে দিনব্যাপী আয়োজন ‘ভিজিট মাই মস্ক’ ডে উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মস্ক

সেন্টারের বারাকা খান গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক অ্যান্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, সিইও জুনায়েদ আহমদ, মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলম এবং নন-মুসলিম এনগেইজমেন্ট অফিসার শালিমা উদ্দিন মালিক। শেষ দিকে এসে যোগদেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া তালুকদার। উদ্বোধনী পর্বে বিপুলসংখ্যক

কার্যক্রম দেখছেন, কথা বলছেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং আমরা সেই সম্পর্কে আরো এগিয়ে নিতে চাই। ভবিষ্যতে তাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।” ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ বলেন, যুক্তরাজ্যে ইসলামবিদ্বেষ বাড়ছে এবং ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে নানা ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার

ইস্ট লন্ডন মসজিদের নন-মুসলিম এনগেইজমেন্ট অফিসার শালিমা উদ্দিন মালিক বলেন, দর্শনার্থীদের অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো কোনো মসজিদে এসেছেন। বিশেষ করে ইস্ট লন্ডন মসজিদের মৌমাছি পালন প্রকল্প তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এখানে ১২টি মৌচাক রয়েছে। মৌমাছি পালনকারী দুটি প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে মৌমাছি পালন এবং মধু সংগ্রহ করা হয়। বিষয়টি দর্শনার্থীদের

নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠিত

দীর্ঘদিন পর নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্ভ্রতি যুক্তরাজ্য বিএনপির অনুমোদনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

নতুন কমিটিতে আহাদুর রহমান

উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। নতুন কমিটিকে ঘিরে ইতোমধ্যে নেতাকর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড- জোরদার করার আলোচনা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা, নেতাকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং

সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী বলেন, নতুন কমিটির মূল লক্ষ্য হবে নেতাকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা। নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে তারা কাজ করবেন। তিনি জানান, পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটির পর শিগগিরই নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, দীর্ঘদিন পর নতুন কমিটি গঠনের ফলে নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর দলীয় কর্মসূচি, সভা-সমাবেশ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে বলে তারা আশা করছেন।

নতুন নেতৃত্ব নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে কীভাবে এগিয়ে নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠনকে কীভাবে আরও বিস্তৃত করে-এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।



আলি মনসুরকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, ইব্রাহিম আলীকে সাধারণ সম্পাদক (সেক্রেটারি), আব্দুল কাইয়ুমকে সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবং শফি উদ্দিনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় পর নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন নেতৃত্ব আসায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে

তৃণমূল পর্যায়ে দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যেই নতুন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। নতুন কমিটির সভাপতি আহাদুর রহমান সোহেল বলেন, দীর্ঘদিন পর নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির একটি সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আল-ইসলাহ মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রথম সভা

আনজুমান আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের নবনির্বাচিত এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর রোববার সকাল ১১টায় বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খুরশিদ-উল হকের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দির পরিচালনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আগামী দুই মাসের বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দায়িত্বশীলরা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের আলোকে বিভিন্ন প্রস্তাব, মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। সংগঠনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারের বিষয়েও সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বক্তারা সংগঠনের

আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐক্য, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন। মিডল্যান্ডস অঞ্চলে সংগঠনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও

আহমদ, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি হাফিজ শামিম আল মামুন রুমেল, এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল আমীন, ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সেক্রেটারি মাওলানা



গতিশীল করতে সবাই নতুন উদ্যমে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা গুলজার আহমদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, ট্রেনার নারাজুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মাওলানা দুলাল

বদরুল হক খান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা মো. আব্দুল মুনিম, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মোহাম্মদ ওয়াহিদুল কবির, কারি আবুল খায়ের এবং মাওলানা মোস্তফা কামাল। সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল আমীন। সংবাদ বিভাগ

ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেডশিপ কাপ ২০২৬

বরিশালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে
চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড শমশেরনগর

বেথনাল গ্রিনের উইভার্স ফিল্ডে অনুষ্ঠিত ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেডশিপ কাপ ২০২৬-এর উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালে বরিশাল ডিভিশন অ্যাসোসিয়েশন ইউকে-কে ৩-১ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইউনাইটেড শমশেরনগর ইউকে। টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলোতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন এমডি শাহ নেওয়াজ।



এই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন, খেলোয়াড়, পেশাজীবী, পরিবার ও সমর্থকেরা একত্রিত হন। বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনটি দেখিয়েছে, খেলাধুলা কীভাবে মানুষকে একত্রিত করতে, বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে এবং বৈচিত্র্যময় কমিউনিটির মধ্যে অর্থবহ যোগাযোগ ও সংযোগ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ শেষে ইউনাইটেড

শমশেরনগর ইউকে এবং বরিশাল ডিভিশন অ্যাসোসিয়েশন ইউকে ফাইনালে জয়গা করে নেয়। দুই দলের মধ্যকার ফাইনালটি ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে জয় নিয়ে ফ্রেডশিপ কাপ ২০২৬-এর ট্রফি নিজেদের করে নেয় ইউনাইটেড শমশেরনগর ইউকে।

পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ নৈপুণ্য

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাকাউন্ট্যান্ট নুরুল ইসলাম।

ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেডশিপ কাপ ২০২৬ আয়োজন করে ওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল এবং টুর্নামেন্টটির গর্বিত স্পনসর ছিল পিসি স্কয়ার সলিসিটরস এলএলপি। অনুষ্ঠানে পিসি স্কয়ার সলিসিটরস এলএলপি-এর ম্যানেজার সলিসিটর ইমতিয়াজ হোসাইন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সলিসিটর পেদ্রো কিকা উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারী দল ও বৃহত্তর কমিউনিটি উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানান।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তি, আইনজীবী, কমিউনিটি প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীরা। তাদের মধ্যে ছিলেন সলিসিটর ক্যাথরিন আবু, ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটর মাহবুবুর রহমান, ব্যারিস্টার আকবর বিন সিদ্দিক, এমডি শাহ নেওয়াজ, কামরুল হাসান, সাইফুর রহমান বাপ্পি, জাহাঙ্গীর আলম খান, মাহবুবুর রহমান বাবলু, শোয়েব তানভীর রাসেল, অ্যাডভোকেট আলী আকবর কাদের, কাফায়েত উল্লাহ সরকার এবং হাসনাইন আহমেদ। এছাড়াও কমিউনিটির আরও অনেক সদস্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াচ ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারমহিউদ্দিন মনজুর অংশগ্রহণকারী দল, আমন্ত্রিত অতিথি, আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে এক্সেল টিউটরের
নতুন শাখার উদ্বোধন

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : স্থানীয় শিশু ও তরুণদের শিক্ষা ও উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ইলফোর্ডের গ্যান্টস হিলে নতুন ঠিকানায় যাত্রা শুরু করেছে এক্সেল টিউটরের নতুন শাখা।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে শাখাটির গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিপুলসংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এক্সেল টিউটরের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপক ড. মঞ্জু শওকত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির রোবোটিকস বিজ্ঞানী ড. হাসান শহিদ, অধ্যাপক ড. ক্রিস ইমাফিডন, কাউন্সিলর ব্যারিস্টার শাহ

আলী ও চিকিৎসক ডা. জাকিয়া ওয়াদুদসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এক্সেল টিউটর দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে শিক্ষাদান করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা ভালো ফলাফলের পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। সময়োপযোগী শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ মনোযোগের কারণে প্রতিষ্ঠানটি অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করেছে।

বক্তারা আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের নিজের সম্ভাবনার মতো যত্ন নিয়ে শিক্ষাদানের ফলে এক্সেল টিউটরের শাখার সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। স্থানীয় কমিউনিটির সহযোগিতা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে নতুন শাখাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তারা প্রত্যাশা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পড়াইতে চাই
Want to teach
Year 1 to GCSE, Maths and English

Expert and more than 15 years experience in teaching.
Extra care will be taken for inattentive students.

Please contact: Sadath Al Mamun
GCSE Maths A Grade
LL.B (Hons) LL.M (First Class First)

Contact: Phone: 07817 922 277

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ৪২ | লম্বা, স্লিম | সুদর্শন | উচ্চশিক্ষিত

প্রফেশনাল ব্রিটিশ-বাংলাদেশী পাত্রের (ডিভোর্সড) জন্য
অবিবাহিত/শার্ট ডিভোর্সড/ব্রিটিশ/নন-ব্রিটিশ/
স্টুডেন্ট, ভিজিটর অথবা ওয়ার্ক পারমিটধারী বাংলাদেশী
পাত্রী আবশ্যক।

♥ নামাজী, পর্দানশীল, ভালো কনজাভেটিভ
পরিবারের পাত্রী হলে ভালো হয়।

♥ শুধুমাত্র আগ্রহীরা নিচের ইমেইলে পাত্রের
বড় ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করুন।

**সুন্দর
একটি জীবনের
সহযাত্রী চাই**

E: sayfuzzamandulal@gmail.com **07804 555235**
WhatsApp message only

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist

Highly renowned and
well-established name
in the world of jewellery

গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত ও
সুপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রতিষ্ঠান

বিয়ে, এনগেজমেন্ট, ঈদ, পারিবারিক অনুষ্ঠান
কিংবা প্রিয়জনের জন্য বিশেষ উপহার
খুঁজছেন?

চলে আসুন **খোঁয়াজ জুয়েলার্সে**—
গুণগত মান, বিশ্বস্ততা ও আস্থার সঙ্গে
আমরা আছি আপনার পাশে।

Founded by
Late Alhaj
Mohammed Kowaj Ali Khan

310 Bethnal Green Road
London E2 OAG

Tel: 020 7729 2277
Mob: 07885 546 711

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : বর্ণাঢ্য আয়োজন ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির

এতে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটনের সভাপতিত্বে এবং নাসির আহমেদ শাহিন ও আব্দুল অদুদ দীপকের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক তাইসির মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসাইন, বিএসিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিটু চৌধুরী, হাবিবুর রহমান ময়না, মিজানুল চৌধুরী, আশিকুর রহমান, রফিকুল হায়দার, শহিদুল ইসলাম মামুন, ব্যারিস্টার লিয়াকত আলী, গয়াসুর রহমান, আব্দুল মুকিত, হাফিজুর রহমান, আব্দুস সোবহান, কাউন্সিলর রিতা বেগম, তাইয়াব আলী সাজু, ফখরুল আশিয়া, দিলোয়ার হোসেন, জিয়াউর রহমান, হিফজুর রহমান চৌধুরী, শেখ শামিম আহমেদ, শিবলুর রহমান, আহম্মদ আব্দুল করিম, অলি উদ্দিন শামিম, শেখ ফারুক আহমেদ, প্রফেসর আব্দুল হাই, তফজ্জুল চৌধুরী তুহিন, অছি মিয়া পাঠানসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের নতুন কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি জামাল উদ্দিন মকদ্দুস, কোষাধ্যক্ষ মো. শামীম আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার আহমেদ, সহ-সভাপতি আবদুল সুফান এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা।



অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, পূর্ব লন্ডনের রিজেন্ট লেইক ব্যাংকুয়েটিং হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সংগঠনের নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মনসুর আহমেদ শাহিন। অনুষ্ঠানে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের দুই প্রবীণ উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসানাত হোসাইন এমবিই এবং

ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার ব্যারিস্টার মোশতাক আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার ড. এম. নাজরুল ইসলাম, ইউকে বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, বিশিষ্ট ক্যাটারার্স ফয়জুল হক, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সাংবাদিক মো. আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ, বিএসিএর সভাপতি অলি খান, উপদেষ্টা সৈয়দ নাহাস পাশা, এম. এ. মুনিম ওবিই, ব্যারিস্টার মাসুদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, কাউন্সিলর ও সাবেক মেয়র শেরওয়ান চৌধুরী, উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম বাসন ও উপদেষ্টা মাহবুব রহমানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকার সম্পাদক ও লন্ডন-বাংলা প্রেস

বক্তারা জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের দীর্ঘদিনের সামাজিক, মানবিক ও কমিউনিটি কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জালালাবাদ অঞ্চলের প্রবাসীদের মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বাংলাদেশের নিজ নিজ এলাকার মানুষের কল্যাণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল ও সাংবাদিক এনাম চৌধুরীর সম্পাদনায় একটি আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়েছে। চমৎকার প্রচ্ছদ ও বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ এ প্রকাশনাটি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইউকের কার্যক্রম, সংগঠনের ইতিহাস, নতুন কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে সিসিকের সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থী রাসেল মাহবুবের সঙ্গে মতবিনিময়

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের সম্ভাব্য কাউন্সিলর প্রার্থী রাসেল মাহবুবের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ওয়ার্ডের প্রবাসীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে লন্ডনের নিউরোডের একটি হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাজী আবু বকর। এম. ইকবাল লতিফের পরিচালনায়

জোরালোভাবে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের প্রত্যাশা ও মতামত তুলে ধরেন। কাউন্সিলর প্রার্থী রাসেল মাহবুব বলেন, নির্বাচিত হলে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডকে আধুনিক, পরিচ্ছন্ন, নাগরিকবান্ধব ও একটি মডেল ওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করবেন।

মামুন লতিফ, আব্দুল হান্নান, খালেদ চৌধুরী, রাকিব আলী, হাজী আব্দুস সাভার, কাউন্সিলর রাজীব আহমেদ, মুকুল, শাহ মোস্তাক, শাহ খালেদ, মঈনুল কিবরিয়া, কামাল, মুননা জুবায়ের, রাসেল মাহবুব, ইমাম উদ্দীন, জালাল উদ্দিন, সাদিকুল হক, বজলুর রহমান, জাকারিয়া জাবের, শাহাদাত, জাবেদ হোসাইন, খালেদ আহমেদ, মিসবাহ ইসলাম, সুমন আহমেদ, আবু সুফিয়ান, হুমায়ুন আহমেদ, গোলাম জাকারিয়া, তোহা মোস্তফা, উস্তাদ হোসেন, শাহ রাজীব, কামাল উদ্দিন, মাইকেল, মুন্না, ফরিদ আহমেদ, শাহজাহান, আবুল ফয়েজ, হোটেল আহমেদ, জুবায়ের মোস্তফা, কল্লোল আহমেদ, লিপু হোসেন, নাহিদ আহমেদ, কয়েস আহমেদ, শাকিল আহমেদ, শওকত আহমেদ, কালাম, অপু, রনি ও জুয়েল।

মতবিনিময় সভার মাধ্যমে প্রবাসী ওয়ার্ডবাসীর সঙ্গে স্থানীয় উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যোগাযোগ আরও জোরদার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আয়োজকেরা।



শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন আবুল কাশেম। সভায় ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা, উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রবাসীদের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও

এ জন্য তিনি প্রবাসী ওয়ার্ডবাসীর পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় বক্তব্য দেন নাজমুল হোসেন, শাহ আখতার হোসেন টুটুল, লাবীদ আহমেদ, আবু হোসেন, মঈন উদ্দীন,

Fast Removal



■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.

For instant Online Quote visit www.fastremoval.com

Mob: 07957 191 134

Community Development Initiative

WOULD YOU LIKE TO REGISTER YOUR ORGANISATION AS A CHARITY

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠানকে চ্যারিটি রেজিস্টার করতে চান?

আমাদের সাথে আজই যোগাযোগ করুন

07462069 736
87 Burdett Road
London E3 4JN

SWF SOLICITORS & COMMISSIONERS FOR OATHS

"WE REPRESENT YOUR VOICE"

OUR SERVICES:

IMMIGRATION
FAMILY MATTERS
WILLS & PROBATE
LITIGATION
LEASE & TENANCY AGREEMENT



London Office: 19 Henrique Street
Commercial Road, London E1 1NB
Milton Keynes Office:
41A (First Floor), Queensway,
Bletchley, Milton Keynes MK2 2DR

www.swfsolicitors.co.uk
info@swfsolicitors.co.uk

Call US Today
020 80904780

লন্ডন ডিজাইন ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের পদচারণা

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : লন্ডন ডিজাইন ফেস্টিভ্যাল ২০২৬-এ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের

শীর্ষক এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-পদ্ধতি, জ্ঞান বিনিময়, পারস্পরিক শেখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।



স্থাপত্যকর্ম প্রদর্শন করেছেন। ‘ইন-বিটুইন থ্রেশহোল্ড’ শীর্ষক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থী ও শিক্ষাবিদরা অংশ নেন।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টারের ভিজিটিং লেকচারার ও পিএইচডি গবেষক আবুবকর সিদ্দিকীর উদ্যোগে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। লন্ডন ডিজাইন ফেস্টিভ্যালের সহযোগী ছিল ওএসএ স্টুডিও এবং বৃহত্তর কর্মসূচিতে সহায়তা করে সিড্রেবে স্কুল অব ডিজাইন।

ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টারের টাওয়ার ট্যানার প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৬ সেপ্টেম্বর ক্যাভেনডিশ ক্যাম্পাসে ‘স্থাপত্য শিক্ষায় আন্তর্জাতিক শিক্ষণ-পদ্ধতি’

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টারের সামির পাডিয়া, ড. মাজা ইয়োভিচ ও ড. জিউলিও ভারদিনি। আবুবকর সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় শিক্ষাবিদদের আলোচনায় অংশ নেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ইফতেখার রহমান, বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটির পার্যক্রম পরিচালক এক্সেস এনজি, সিড্রেবে স্কুল অব ডিজাইনের স্বপ্না নায়ার ও বেতুল টিলি এবং স্থপতি ও সহকারী অধ্যাপক কৌন্তভ কল্যাণ।

অনুষ্ঠানে সিলেট শাহজালাল হাউজিং এস্টেট উপশহর প্রবাসী সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব ও সিলেট প্রেস ক্লাবের লাইফ মেম্বর শাহ শেরওয়ান মোহাম্মদ কামালি এবং বাংলাদেশ

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও কিউবইনসাইড ডিজাইন লিমিটেডের অংশীদার শাখাওয়াত হোসেন রকি উপস্থিত ছিলেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই আয়োজনটি ছয় বছর ধরে চলমান ‘বিসিইউ-শাবিপ্রবি গ্রামের হাওর সহযোগিতা কর্মসূচি’র ধারাবাহিকতার অংশ। এই উদ্যোগ ইতোমধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে এবং এর কাজ বার্মিংহাম প্যালেস ও দ্য বিলডিং সেন্টারেও উপস্থাপিত হয়েছে।

২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরাসরি যুক্তরাজ্যে এসে প্রদর্শনী ও আন্তর্জাতিক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিনিধি দলে ছিলেন আসমা হুমায়ুন, ফাতেমা তাসফিয়া আলম, জারিন তাসনিম, মাসরাফে আহমেদ কুয়াশা, মুখলেসুর রহমান সিয়াম, ফারজানা কবির প্রীতি, শাহরিন রহমান ও তানজিয়া নুসরাত সুহা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন আসমাউল সালমান, শরাফাত তাওসিফ হোসেন, আদিবা জামান এবং মোঃ আশফাক নাহিন চৌধুরী মুঞ্চ।

এদিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টারের মধ্যে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে একটি সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে যৌথ শিক্ষা, গবেষণা, একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিনিময়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ইস্ট লন্ডনের ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিকাশ উদযাপন হাকনি উইক ও লোয়ার লি ভ্যালি ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোনের সাফল্য উদযাপন

ইস্ট লন্ডনের ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিকাশ ও স্থানীয় ক্রিয়েটিভ ব্যবসাগুলোর সাফল্য উদযাপন করেছে হাকনি উইক ও লোয়ার লি ভ্যালি ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি নেতারা অংশ নেন।

টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিল ও হাকনি কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে হাকনি উইকে নতুন করে চালু হওয়া দ্য ইয়ার্ড থিয়েটারে অনুষ্ঠানটি হয়। এতে লন্ডনের মেয়রের কার্যালয়, দুই কাউন্সিল, কমিউনিটি সংগঠন, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস্পেস প্রদানকারী ও বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

হাকনি উইক ও লোয়ার লি ভ্যালি লন্ডনের মেয়রের ১২টি ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোনের একটি। চলতি বছর নয়টি জোনকে পুনরায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিটির মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ ব্যবসার বিকাশ, শাস্ত্রীয় ওয়ার্কস্পেসে প্রবেশাধিকার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা হচ্ছে।

বর্তমানে হাকনি উইক ও ফিশ আইল্যান্ড এলাকায় প্রায় ৫০০টি ক্রিয়েটিভ ব্যবসা রয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ শতাংশ ব্যবসা ক্রিয়েটিভ প্রোডাকশন খাতে কাজ করছে। ২০২৫ সালে জোনটি টাওয়ার হামলেটসের লোয়ার লি ভ্যালি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে কর্মসূচির অর্জন তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী তিন বছরের অধাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শাস্ত্রীয় ওয়ার্কস্পেস, উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি। ২০১৮ সালে ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোন

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এলাকায় ক্রিয়েটিভ খাতে কর্মসংস্থান ১৪০ শতাংশ এবং ব্যবসার সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। শত শত ব্যবসা ব্যবসায়িক সহায়তা, অর্থায়ন ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পেয়েছে।

টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলের জবস, এন্টারপ্রাইজ, স্কিলস অ্যান্ড গ্রোথের ক্যাবিনেট মেম্বর কাউন্সিলর শেনালি মিয়া বলেন, “টাওয়ার হামলেটস এবং বৃহত্তর লোয়ার লি ভ্যালিতে যে সৃজনশীলতা, প্রতিভা ও উদ্যোক্তা মানসিকতা রয়েছে, তা নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোন স্থানীয় ব্যবসা ও ক্রিয়েটিভ পেশাজীবীদের জন্য বাস্তব সুবিধা তৈরি করেছে।”

হাকনি কাউন্সিলের ক্যাবিনেট মেম্বর কাউন্সিলর স্যাম ম্যাথিস বলেন, “হাকনির পরিচয় ও স্থানীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ক্রিয়েটিভ পেশাজীবীরা। ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোনের সহায়তায় শিল্পী ও নির্মাতাদের এই ইকোসিস্টেম আরও বিকশিত হচ্ছে।”

লন্ডনের ডেপুটি মেয়র ফর কালচার অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ জাস্টিন সিমস ওবিই বলেন, “শিল্পীরা আমাদের ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রির প্রাণশক্তি এবং অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ কারণেই মেয়র ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ জোনগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন, যাতে শিল্পীরা আরও বেশি সহায়তা পান এবং আর্টিস্ট স্টুডিও কমে যাওয়ার প্রবণতা মোকাবিলা করা যায়।”

আগামী তিন বছর অংশীদার প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসার বিকাশ, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি শাস্ত্রীয় ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস্পেস সুরক্ষায় কাজ করবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

Why visit a branch to send money to Bangladesh?

Get registered & send money online from anywhere within the UK

SAVE

Time & Travel Cost
Enjoy better rate



www.baexchange.co.uk

Contact us : 0203 005 4845 - 6

B A Exchange (UK)

(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)

131 Whitechapel Road, London E1 1DT



অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)



আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।

**WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER**



88 Mile End Road,
London E1 4UN

Phone : 020 7423 9366

www.allseasonfoods.com

শিক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা ও বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদন শুরু

টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের জন্য ২০২৭-২৮ শিক্ষাবর্ষের এডুকেশন মেইনটেন্যান্স অ্যালাউন্স (ইএমএ) ও ইউনিভার্সিটি বার্সারি কর্মসূচির আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। ইএমএর আওতায় যোগ্য সিক্সথ ফর্ম ও কলেজ শিক্ষার্থীরা এককালীন ৬০০ পাউন্ড এবং যোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা ১,৫০০ পাউন্ড বার্সারি পাবেন। যাতায়াত, বই, শিক্ষা উপকরণ, আবাসন ও জীবনযাত্রার খরচে এসব অর্থ ব্যবহার করা যাবে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ২০২২ সালে কর্মসূচি দুটি পুনরায় চালু করার পর থেকে ৫ দশমিক ৭ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি অর্থ সহায়তা দিয়েছে। এতে প্রায় ৬,৫০০ তরুণ উচ্চ ও পরবর্তী শিক্ষায় অংশগ্রহণের



সুযোগ পেয়েছেন। সর্বশেষ অর্থায়ন পর্বে প্রায় ২ হাজার তরুণকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড দেওয়া হয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “আর্থিক কষ্টের কারণে কোনো তরুণ-তরুণী যেন তাদের সম্ভাবনা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

তিনি বলেন, “এই কর্মসূচিগুলো চালুর পর থেকে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ৫ দশমিক ৭ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি বিনিয়োগ করা হয়েছে। যারা যোগ্য, তাদের সবাইকে আবেদন করার আহ্বান জানাচ্ছি।”

শিশু, তরুণ ও জীবন-সুযোগ বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর ফয়সাল আহমেদ বলেন, “অনেক শিক্ষার্থী ও পরিবার এখনও আর্থিক চাপের মধ্যে রয়েছে। তাই এই সহায়তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যাতায়াত, শিক্ষা উপকরণ বা আবাসন ব্যয়-যে ক্ষেত্রেই হোক, এই অনুদান শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তব সহায়তা দিতে পারে।”

২৪ স্কুল-কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী পেল টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস

টাওয়ার হ্যামলেটস এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ অনুষ্ঠানে বারার ২৪টি স্কুল ও কলেজের ২০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীকে তাদের অসাধারণ সাফল্য ও অবদানের জন্য সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। গত ১২ সেপ্টেম্বর শনিবার তাদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়। বার্ষিক এই আয়োজনটি ২০২৪ সালে পুনরায় চালু হওয়ার পর এবার তৃতীয় বছরে পা দিয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, পরিবার, শিক্ষক, স্কুলের নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটি প্রতিনিধিসহ প্রায় ৯০০ জন অতিথি অংশ নেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের পাশাপাশি ক্লাসরুমের বাইরেও অসাধারণ অবদান রাখা তরুণদের অর্জন, চরিত্র ও প্রতিভাকে উদযাপন করা হয় এই অনুষ্ঠানে।

স্কুল ও কলেজগুলোর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অর্জনের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য, নেতৃত্ব, স্বজনশীলতা, প্রতিকূলতা মোকাবিলায় দৃঢ়তা, অন্যের প্রতি সহমর্মিতা এবং স্কুল ও কমিউনিটির নানা ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান।

কাউন্সিল পরিচালিত স্কুল, অ্যাকাডেমি, স্পেশাল স্কুল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কুল এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠানে সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে তরুণদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন পরিবেশনা, বক্তব্য, ভিডিও ও অন্যান্য কার্যক্রমও অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছর এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া সব শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “আমরা চাই আমাদের বারার প্রতিটি তরুণ সফল হোক এবং তাদের জন্য যে সুযোগগুলো রয়েছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করুক।”

তিনি আরও বলেন, “এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস আমাদের বারার তরুণদের সাফল্য উদযাপন

ও তাদের প্রতি আমাদের সমর্থন জানানোর অন্যতম একটি উপায়। এডুকেশন মেইনটেন্যান্স অ্যালাউন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি স্কিম পুনরায় চালু করার পর থেকে আমরা প্রায় ৬,৫০০ তরুণকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি, যাতে তারা তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। একই সঙ্গে আমাদের ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল এবং স্কুল ইউনিফর্ম গ্র্যান্ট পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার ব্যয়জনিত চাপ কমাতে সহায়তা করেছে।” “শিক্ষা আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার” উল্লেখ করে

(সিডলিউজি) -এর প্রতিনিধিদের বক্তব্য। পুরো আয়োজনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নেও তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অনুষ্ঠানে তারা ই ছিল মূল আকর্ষণ।

শিশু ও তরুণদের তাদের পটভূমি বা পরিস্থিতি নির্বিশেষে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে কাউন্সিলের বৃহত্তর অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এডুকেশন অ্যাওয়ার্ডস আয়োজন করা হয়।

গত বছর কাউন্সিল প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে নতুন ভর্তি হওয়া শিশুদের পরিবারের জন্য



মেয়র বলেন, “শিশু, তরুণ ও পরিবারগুলোর জন্য আমরা বিনিয়োগ অব্যাহত রাখব, যাতে প্রত্যেকের বিকশিত হওয়ার এবং নিজের সম্ভাবনা পূরণ করার সর্বোত্তম সুযোগ থাকে।”

মনোনয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ও অবদানকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল এবং বৃহত্তর কমিউনিটিতে বিভিন্নভাবে যে অবদান রাখে, তা ভুলে ধরা হয়েছে। পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ছিল বিভিন্ন পরিবেশনা, ভিডিও, পুরস্কার এবং অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক রিনে এবং ক্যানরি ওয়াফ ফ্রপ

ইউনিভার্সাল স্কুল ইউনিফর্ম গ্র্যান্ট চালু করে। এ বছর এই স্কিমের আওতা বাড়িয়ে ইয়ার ৩ এবং ইয়ার ১০-এ ওঠা শিক্ষার্থীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেসব পরিবারের বার্ষিক আয় ৬০,০০০ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত, তারা এই সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসই দেশের প্রথম স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, যারা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলের সব শিক্ষার্থীর জন্য ইউনিভার্সাল ফ্রি স্কুল মিল চালু করেছে। এর ফলে পরিবারগুলোর প্রতি শিশু, প্রতি বছর গড়ে ৫৫০ শাস্রয় হচ্ছে।



ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD



ALL BUILDING WORK UNDERTAKEN

Our Service

- Plumbing-Heating & Gas Services**
- Boiler Repair & Servicing**
- Central Heating Power Flushing**
- Bathroom & Kitchen Fittings**
- Roofing-Gutter Repair & Cleaning**
- Decking-Paving-Gardening-Fencing-Gates**
- Architectural Design & Planning**
- Lights-Switches-Sockets Fixtures**
- Loft-Extension & Carpentry**
- Painting-Decorating**
- Wood & Laminate Flooring-Wall Tiling**
- Doors-Locks-Handles Supply & Fitting**
- Appliance Repairs**
- Sink-Drain Unblocking**
- Gas & Electric Certificates**



07957148101 E-mail: alampropertymaintenance@gmail.com

Available round-the-clock, our skilled team ensures prompt and reliable services.

স্ট্রী সৌদি আরব যাওয়া নিয়ে কলহের জের সুনামগঞ্জে সন্তানদের নিয়ে বাবার বিষপান, তিন শিশুর মৃত্যু



সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: স্ট্রী প্রবাসে যাওয়ার তিনদিন পর সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে তিন সন্তানকে নিয়ে কীটনাশক পান করেছেন এক বাবা। এতে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাবা সরাফত আলীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গত শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার উত্তর বড়দল ইউনিয়নের রজনীলাইন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া শিশুরা হলো-রজনীলাইন গ্রামের সরাফত আলীর মেয়ে মাওয়া আক্তার (১০), ছেলে শামিম মিয়া (৭) ও তামিম মিয়া (২)। তাদের বাবা সরাফত আলী (৩৫) বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সরাফত আলীর স্ত্রী ফাতেমা বেগম তিন দিন আগে সৌদি আরবে যান। প্রবাস যাওয়া নিয়ে স্বামী স্ত্রীর

মধ্যে মনমালিন্য চলছিলো। শুক্রবার রাতে সরাফত আলী তিন সন্তানকে নিয়ে ঘরে ঘুমাতে যান। পরে রাত আনুমানিক ১টার দিকে তিনি সন্তানদের নিয়ে কীটনাশক পান করেন বলে জানা গেছে। বিষপানের পর সরাফত আলী ময়মনসিংহে থাকা তার এক ফুফুকে ফোন করে বিষয়টি জানান এবং পরিবারের সদস্যদের কাছে ক্ষমা চান। পরে তার ফুফু বাড়িতে থাকা সরাফত আলীর ছোট ভাই রহমত আলীকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে রহমত আলীসহ পরিবারের লোকজন দ্রুত বাড়িতে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে চারজনকে উদ্ধার করেন।

তাদের তাহিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিন শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন। সরাফত আলীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ

সিলেট-লন্ডনগামী বিমানে মাঝ আকাশে ২ যাত্রীর মারামারি, ভিডিও ভাইরাল

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সিলেট থেকে লন্ডনগামী একটি ফ্লাইটে উদ্ভূত অবস্থায় মাঝ আকাশে দুই যাত্রীর মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্রে জানা গেছে, বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে সিলেট থেকে লন্ডনের উদ্দেশে উড্ডয়ন করার পর মাঝ আকাশে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঘটে।

তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দুই যাত্রীর মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা তীব্র বাকবিতণ্ডা থেকে সরাসরি হাতাহাতি ও মারামারিতে রূপ নেয়। মাঝ আকাশে যাত্রীদের এমন ঘটনায় বিমানে থাকা সাধারণ যাত্রী, শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার বিস্তারিত জানিয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ফ্লাইটটি বুধবার সকালে সিলেট থেকে লন্ডনের



উদ্দেশে রওনা হয়। যাত্রা পথে এক পর্যায়ে দুই যাত্রীর মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। বিষয়টি নজর কাড়লে কেবিন ক্রুরা দ্রুত এগিয়ে যান এবং মধ্যস্থতা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে দেখা যায়, দুই ব্যক্তি একে অপরের ওপর চড়াও হয়ে উত্যক্ত বাকবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে

মারামারি শুরু হলে ধস্তাধস্তির কারণে এক যাত্রীর পরনের টি-শার্ট ছিঁড়ে যায়।

পরিস্থিতি অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠলে উড়োজাহাজে থাকা কেবিন ক্রুর সদস্য এবং অন্যান্য সহযাত্রীরা দ্রুত এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করেন। পরে তাদের আলাদা করে পরিস্থিতি শান্ত করেন।

স্কুল ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ৩

সিলেট প্রতিনিধি, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে প্রেমের ফাঁদে ফেলে ষষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে (১৪) পাঁচ দিন আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। গত সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোরে এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর বাবার দায়ের করা মামলায় পুলিশ অভিযুক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করলেও মূল অভিযুক্ত এখনো পলাতক রয়েছেন।

গ্রেফতাররা হলেন- মৌলভীবাজার সদর উপজেলার চাঁদনীঘাট ইউনিয়নের হাসানপুর গ্রামের মো. জাহেদ আহমেদ (২৪), রাজনগর উপজেলার খারপাড়া গ্রামের রাজু আহমেদ (২২) এবং একই উপজেলার বাহাদুরগঞ্জ গ্রামের জুবেল মিয়া (৩০)। মামলার অপর আসামি রাজনগর হাসপাতাল এলাকার বাসিন্দা কবির (৩০) এখনো পলাতক রয়েছেন। এদিকে ভুক্তভোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, প্রধান অভিযুক্ত জাহেদ আহমেদের সঙ্গে মোবাইলে ভুক্তভোগী ছাত্রীর পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর সূত্র ধরে গত ১২ সেপ্টেম্বর বিকালে তাকে ফুসলিয়ে বাড়ি থেকে বের করে নেওয়া হয়। পরে মৌলভীবাজার শহরের চাঁদনীঘাট থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে রাজনগরের বাহাদুরগঞ্জে আসামি জুবেল মিয়ার বসতবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সহযোগীদের নিয়ে রাতভর ওই ছাত্রীকে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়।

পরবর্তীতে ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রধান অভিযুক্ত জাহেদের বাড়িতে আটকে রেখেও ওই ছাত্রীর ওপর নির্যাতন চালানো হয়। টানা নির্যাতনে ছাত্রীটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে আসামিরা তাকে কমলগঞ্জের রহিমপুর ইউনিয়নের একটি নির্জন সড়কের পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।



WorkPermitCloud Ltd.

A cloud-based solution for all your Immigration needs

Do you

- Need sponsorship licence?
- Need immigration advice?
- Wish to recruit skilled staff?
- Need a robust HR system?



Our Services

- Sponsor Licence Application
- Skilled Worker Visa application
- Health & Care worker Visa application
- Innovator Founder Visa application
- Self-Sponsorship service
- HRM software service

Contact us



+44 020-8087-2343



+44 07888193300(WhatsApp)



info@workpermitcloud.co.uk



workpermitcloud.co.uk

Scan the QR code
to visit our website



সৌদির পাশে যুক্তরাজ্য, কী সহায়তা দিচ্ছে লন্ডন?

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : ইয়েমেনের হুথিদের হামলা মোকাবিলায় সৌদি আরবকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাজ্য। সীমিত এ সুবিধার আওতায় সৌদি যুদ্ধবিমানকে আকাশে জ্বালানি সরবরাহ করবে ব্রিটিশ বিমানবাহিনী।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম জানিয়েছেন, সৌদি আরবের আনুষ্ঠানিক অনুরোধের পর তিনি এই সহায়তায় সম্মতি দিয়েছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েস স্ট্রিটিং ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ডের পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে একটি ব্রিটিশ ভয়েজার বিমান দিয়ে এই কার্যক্রম শুরু হতে পারে। বিমানটি সাইপ্রাসের আরএএফ আকরোটিরি ঘাঁটি থেকে পরিচালিত হবে। সহায়তাটি সময়সীমাবদ্ধ এবং



প্রাথমিকভাবে কয়েক সপ্তাহের জন্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বরাতে বিবিসি জানিয়েছে, সৌদি যুদ্ধবিমানকে আকাশে জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে হুথিদের ছোড়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার সক্ষমতা বাড়ানোই এই সহায়তার উদ্দেশ্য।

সাম্প্রতিক সময়ে ইয়েমেনের হুথিরা সৌদি রাজধানী রিয়াদসহ দেশটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর দাবি করেছে। শনিবার রিয়াদের কাছে হামলার পর আগুন ও ধোঁয়ার দৃশ্যও দেখা যায়। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রিয়াদমুখী একটি ক্ষেপণাস্ত্র তারা প্রতিহত করেছে।

হুথিদের সঙ্গে ইয়েমেনের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারের দীর্ঘদিনের সংঘাত রয়েছে। সৌদি আরব ওই সরকারকে সমর্থন করে আসছে। সাম্প্রতিক উত্তেজনায় লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দেবের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভা ব্রাজিল কেন সবসময় সবার আগে বক্তব্য দেয়?

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশন চলছে নিউইয়র্কে। বার্ষিক এই সাধারণ আলোচনায় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রথম ভাষণ দেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা। তার পরই ভাষণ দেন স্বাগতিক দেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এই ক্রম কোনো প্রথাগত নিয়ম বা বর্ণানুক্রমিক তালিকার আক্ষমিক ফল নয়। বরং এটি এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী রীতি, যা সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে উচ্চপর্যায়ের এই আলোচনার সূচনা নির্ধারণ করে আসছে।



১৯৫৫ সালে দশম অধিবেশনে এই রীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেভদ্রে ব্যতিক্রম ছাড়া এই রীতি এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে অনেক দেশই প্রথম ভাষণ দিতে দ্বিধাবোধ করতো। সেই সময় এগিয়ে আসে

ব্রাজিল।

২০১০ সালে এনপিআরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের সাবেক প্রটোকল প্রধান ডেসমন্ড পার্কার বলেন, ‘একবারে প্রথম দিকে, যখন কেউ প্রথমে বক্তব্য দিতে চাইতো না, তখন ব্রাজিলই সবসময় প্রথম বক্তব্য দেওয়ার প্রস্তাব দিতো। এভাবেই সাধারণ পরিষদে প্রথম বক্তব্য দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছে তারা।’

শুরু থেকেই ব্রাজিলের কূটনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৪৭ সালে সাধারণ পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে

কিছু বিবরণ অনুযায়ী, ব্রাজিলের সেই প্রাথমিক নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই আংশিকভাবে এই বক্তব্য দেওয়ার সুবিধা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যরা আবার এর সঙ্গে শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে যুক্ত করেন। তাদের মতে, জোটনিরপেক্ষ লাতিন আমেরিকান কোনো শক্তিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাতে যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কাউকেই শুরুর এই মঞ্চ দিতে না হয়।

আরেকটি ব্যাখ্যা এই রীতিকে একধরনের স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন না পাওয়ার পরও এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ব্রাজিলকে।

কিছু বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ‘এটা ছিল একধরনের সাবুনা পুরস্কার।’ এতে বৃহৎ শক্তির মর্যাদা না থাকলেও যুদ্ধোত্তর বহুপাক্ষিক ব্যবস্থায় ব্রাজিলের গুরুত্বেরই প্রতিফলন ঘটে। জাতিসংঘ নিজেই এই ব্যবস্থাকে সাধারণ বিতর্কে সময়ের সঙ্গে গড়ে ওঠা এক ‘রীতি’ হিসেবে বর্ণনা করে। এটি জাতিসংঘ সনদ বা কার্যপ্রণালী বিধিতে লিপিবদ্ধ কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়ম নয়।

প্রতি বছর জাতিসংঘ সচিবালয় ব্রাজিলের মিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে, দেশটি এই সুযোগ ধরে রাখতে চায় কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য। এখন পর্যন্ত প্রতিবারই এর উত্তর ছিল ইতিবাচক।

সভাপতিত্ব করেছিলেন কূটনৈতিক ওসভালদো আরানিয়া। ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েলের বিভাজন পরিকল্পনার দিকে নিয়ে যাওয়া বৈঠক ছিল এটি। দ্বিতীয় নিয়মিত অধিবেশনেও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

গাজা নিয়ে ট্রাম্পকে ম্যাক্রোঁর কড়া প্রতিক্রিয়া ‘আমরা কি কেবল দাঁড়িয়ে দেখব?’

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ‘গাজায় মানবিক সহায়তা নিশ্চিত না হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখবে?’

মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে দেওয়া ভাষণে এসব কথা বলেন ম্যাক্রোঁ। একই মঞ্চে ট্রাম্প তার গাজা শান্তি পরিকল্পনাকে কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরার কয়েক ঘণ্টা পর ফরাসি প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য আসে। ম্যাক্রোঁ বলেন, কেউ কেউ কথিত শান্তির কথা বলছেন। কিন্তু সেই শান্তি গাজায় এক সেকেন্ডের জন্যও মানবিক প্রবেশাধিকার পুনরায় চালু করতে পারেনি। এরপর তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন, আমরা কি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন একটি দৃশ্য দেখব, যা আমাদের সবার জন্য লজ্জার?

জাতিসংঘের মঞ্চে নিজের শেষ ভাষণে গাজার পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা করেন তিনি। এক বছর আগে একই মঞ্চে প্রায় এক ডজন দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তখন অনেকে বলেছিলেন, স্বীকৃতি শুধু কাগজের টুকরো। কিন্তু গাজার পরিস্থিতিতে

নিষ্ক্রিয় থাকলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে বলে সতর্ক করেন ম্যাক্রোঁ।

গাজার পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরের পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন তিনি। সেখানে প্রতিদিন নানা ধরনের লজ্জা ঘটছে বলে মন্তব্য করেন ম্যাক্রোঁ। ‘এসব কর্মকাণ্ড কার নামে



করা হচ্ছে? হামাস তো কখনো পশ্চিম তীরে কার্যক্রম পরিচালনা করেনি’, এমন প্রশ্নও তোলেন তিনি। পশ্চিম তীরের চলমান পরিস্থিতি ফিলিস্তিনিদের বৈধ অস্তিত্বের অধিকারকে সম্মান করে কোনো রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনাকে প্রতিদিন আরও কঠিন করে তুলছে বলেও জানান ফরাসি প্রেসিডেন্ট।

গত এক বছরে পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার বিষয়ে ফ্রান্স তার অবস্থান

কঠোর করেছে। দেশটি কিছু জাতীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরের ইসরায়েলি বসতিতে উৎপাদিত পণ্য নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে ফ্রান্সের সম্পর্ক গত এক বছরে বেশ টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে গেছে। ম্যাক্রোঁ বলেন,



ইসরায়েলের প্রতিবেশী দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করলেই দেশটির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এমন ধারণা ভুল। বরং এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসরায়েলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে দুর্বল করছে।

ম্যাক্রোঁর সমালোচনার জবাবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি ট্রাম্পের গাজা নীতির পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ শেষ করেছেন, জীবিত সব জিম্মিকে মুক্ত করেছেন এবং নিহত

জিম্মিদের মরদেহ স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি গাজায় ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নেতৃত্বও তিনি দিচ্ছেন বলে দাবি করেন হোয়াইট হাউস। তাদের ভাষ্য, অন্যরা যখন শুধু কথা বলছে, তখন ট্রাম্প জটিল এই সংকট সরাসরি মোকাবিলা করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য তার মতো আর কেউ এত বেশি কাজ করেননি বলেও দাবি করা হয়।

২০১৭ সালে প্রথম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মঞ্চে বক্তব্য দিয়েছিলেন ম্যাক্রোঁ। আগামী বছরের মে মাসে তার বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। ফলে মঙ্গলবারের ভাষণটি ছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর শেষ বক্তব্য।

ভাষণে তিনি বিশ্বে শক্তি ও জবরদস্তির ওপর নির্ভরশীল নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার বিষয়ে সতর্ক করেন। তার মতে, বিশ্বকে এমন একটি ব্যবস্থা বেছে নিতে হবে, যেখানে ক্ষমতার বদলে একটি ‘সভ্য আন্তর্জাতিক সমাজ’ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি হবে। ম্যাক্রোঁ বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি, জাতিসংঘের পাশে দাঁড়ানো। কেউ কেউ যে দায়িত্বের নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, আমরা তা মেনে নিতে পারি না।’ ভাষণের শেষে জাতিসংঘের প্রতি নিজের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ‘জাতিসংঘ দীর্ঘজীবী হোক।’

৭১ বছর বয়সে কুরআনের হাফেজ হলেন মিশরীয় দুই নারী

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ : পড়তে বা লিখতে জানেন না। অথচ রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত শুনে ও দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পবিত্র কুরআনের ৩০ পারা মুখস্থ করেছেন মিশরের ৭১ বছর বয়সি সুকরা সেলিম এবং তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ৭১ বছর বয়সি থানা জিদানও সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ হয়েছেন। মেনুফিয়া প্রদেশের মিত শেহালা গ্রামের এই দুই নারীর কুরআনের সঙ্গে দীর্ঘ পথচলার ঘটনা দেশটির সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে।

সুকরা ৫০ বছর বয়সে কুরআন হিফজ শুরু করেন। প্রথম দিকে প্রতিদিন মাত্র দুই আয়াত মুখস্থ করতেন এবং সারা দিন সেগুলো বারবার পড়তেন। পড়তে-লিখতে না জানায় রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত শোনা ও হিফজের আসরে অংশ নেওয়াই ছিল তার প্রধান অবলম্বন। স্বামী মারা যাওয়ার সময় তার ১৬ পারা মুখস্থ ছিল। এরপরও অনুশীলন চালিয়ে গিয়ে তিনি পুরো কুরআন মুখস্থ করেন। বর্তমানে সুকরা ও থানা প্রতিদিন পাঁচ পারা করে একসঙ্গে কুরআন পুনরাবৃত্তি করেন এবং সপ্তাহে একবার পুরো কুরআন খতম করেন।

থানা জিদানের কুরআন হিফজের ইচ্ছা ছিল ছোটবেলা থেকেই। পারিবারিক দায়িত্ব ও সন্তানদের বড় করার পর তিনি হিফজে মনোনিবেশ করেন এবং ৬৫ বছর বয়সে পুরো কুরআন মুখস্থ সম্পন্ন করেন। এরপর থেকে সুকরার সঙ্গে নিয়মিত কুরআন পুনরাবৃত্তি করে আসছেন।

গত ৩০ আগস্ট ‘বিশ্ব কুরআন বর্ণনা দিবস’-এর আয়োজনে অংশ নিয়ে ফজরের নামাজের পর তিনি কুরআন তেলাওয়াত শুরু করেন। প্রায় ১৩ ঘণ্টা ধরে এক বৈঠকে মুখস্থ থেকে পুরো কুরআন তেলাওয়াত

করেন থানা।

একই আয়োজনে সুকরাও অংশ নেন এবং মুখস্থ থেকে কুরআন তেলাওয়াত করেন। আল-আজহারের তত্ত্বাবধানে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত এই কর্মসূচির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘পড়ো ও উন্নত



হও’। দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে হাফেজদের মুখস্থ থেকে কুরআন তেলাওয়াতের সুযোগ দেওয়া হয়।

তাদের কুরআন হিফজ ও তেলাওয়াতের স্বীকৃতি হিসেবে পরে মেনুফিয়া প্রদেশের ধর্মবিষয়ক কর্তৃপক্ষ সুকরা ও থানাকে সম্মাননা দেয়। এরপর সৌদি আরবপ্রবাসী মিশরীয় ব্যবসায়ী মোহাম্মদ হাইসাম সুলতান দুজনকে ওমরাহ পালনের জন্য দুটি সফর উপহার দেওয়ার ঘোষণা দেন। তাদের ওমরাহ পালনে পাঠানোর পরিকল্পনার কথাও জানানো হয়।

পড়তে-লিখতে না জেনেও শুনে শুনে কুরআন মুখস্থ করা ৭১ বছর বয়সি সুকরা সেলিম এবং দীর্ঘ সাধনায় একই বয়সে পুরো কুরআন হিফজ করে এক বৈঠকে তা তেলাওয়াত করা থানা জিদানের ঘটনা মিশরে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা মাদক শুধু ব্যক্তি নয়, পুরো পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে



শায়খ আনিসুল হক

মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবন ধ্বংস করে না, এটি পরিবার, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপরও ভয়াবহ প্রভাব ফেলে। তাই তরুণদের মাদকের ফাঁদ থেকে রক্ষায় পরিবার, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গোটা কমিউনিটিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার খুতবায় এসব কথা বলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম শায়খ আনিসুল হক।

তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে মাদকের ব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। মাদক গ্রহণ, কেনাবেচা এবং এর সঙ্গে জড়িত অপরাধ বহু তরুণের জীবন নষ্ট করছে, পরিবার ভেঙে দিচ্ছে এবং অনেককে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ২০২৪ সালে মাদকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু নিবন্ধিত হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর মধ্যে তিন হাজার সাতশের বেশি মৃত্যু মাদকের অপব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রতিটি মৃত্যুর পেছনে রয়েছে একটি পরিবার, যারা সেই শোক বহন করে। শায়খ আনিসুল হক বলেন, মাদকের পথে যাত্রা অনেক সময় কৌতূহল, বন্ধুদের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা, একাকিত্ব, পারিবারিক সমস্যা কিংবা মানসিক চাপ থেকে শুরু হয়। কিন্তু কৌতূহল ধীরে ধীরে আসক্তি এবং অপরাধের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

তিনি বলেন, মাদক ব্যবসার সঙ্গে গ্যাং, শোষণ ও সহিংসতার সম্পর্কও উপেক্ষা করা যায় না। অনেক তরুণকে প্রথমে বন্ধুত্বের নামে খাবার, দামি জুতা বা পোশাক দিয়ে কাছে টানা হয়। পরে ছোট কোনো কাজের অনুরোধ করা হয়-যেমন একটি ব্যাগ নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া। এভাবেই বন্ধুত্ব একসময় বাধ্যবাধকতা ও শোষণে পরিণত হয়।

তিনি বলেন, এসব তরুণ আমাদের অচেনা কেউ

নয়। তারা আমাদের মসজিদে আসে, স্কুল-কলেজে পড়ে, আমাদের রাস্তায় চলাফেরা করে এবং অনেক সময় আমাদের নিজেদের ঘরের সন্তান। পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, তরুণরা বিপদে পড়ার আগেই তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কোনো তরুণ যদি বাবা-মা, শিক্ষক বা ইমামের কাছে গিয়ে বলে, “আমি সমস্যায় আছি”, তাহলে তাকে রাগ বা অপমানের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহায়তা দিতে হবে।

শায়খ আনিসুল হক বলেন, ইসলাম বিপদ ঘটানোর পর শুধু শোক করতে বলে না, বরং আগেই মানুষকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে শিক্ষা দেয়। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ১৯৫ নম্বর আয়াত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “নিজেদেরকে নিজেদের হাতে ধ্বংসের মধ্যে নিষ্ক্ষেপ করো না।”

তিনি বলেন, মাদক শুধু শরীরের ক্ষতি করে না; এটি মানুষের বিচারবুদ্ধি দুর্বল করে, পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করে এবং একসময় জীবনের ওপরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। শিশু-কিশোরদের শুধু “মাদক হারাম” বললেই দায়িত্ব শেষ হয় না। তাদের বুঝাতে হবে কেন আল্লাহ এটি হারাম করেছেন এবং তাদের জীবন, শরীর, মেধা, পরিবার ও ঈমান আল্লাহর দেওয়া আমানত।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার

আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কেউ ভুল পথে চলে গেলে তাকে অপমান করা বা মসজিদ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। পাপকে ঘৃণা করতে হবে, কিন্তু মানুষকে নয়।

আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সূরা জুমারের ৫৩ নম্বর আয়াত উদ্বৃত্ত করেন: “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না।”

মাদক ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে শায়খ আনিসুল হক বলেন, “আল্লাহকে ভয় করুন। মাদক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ তথাকথিত হালাল ব্যবসার মাধ্যমে বৈধ দেখানোর চেষ্টা করলেও আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই গোপন নয়।”

তিনি বলেন, দামি গাড়ি, পোশাক, বড় বাড়ি কিংবা বিলাসবহুল জীবন সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু অপরাধের জীবন প্রকৃত শান্তি দেয় না।

খুতবার শেষদিকে তিনি বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু পুলিশের দায়িত্ব নয়। পরিবার, মসজিদ, স্কুল, শিক্ষক, ইমাম এবং গোটা কমিউনিটিকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তরুণদের সময়, ভালোবাসা, দিকনির্দেশনা ও নিরাপদ পরিবেশ দিতে হবে, যাতে ভুল মানুষ তাদের জীবনে জায়গা করে নিতে না পারে।

শায়খ আনিসুল হক : সিনিয়র ইমাম, ইস্ট লন্ডন মস্

ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)

ফিরোজ আহমাদ

ফাতেহার অর্থ হলো দোয়া, মোনাজাত বা প্রার্থনা করা। ইয়াজদাহম হলো ফারসি শব্দ, যার অর্থ একাদশ বা এগারো। ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম বলতে মাসের ১১তম দিনকে বোঝায়। ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম হলো হজরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর ওফাত বা ইন্তেকাল দিবস। হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর স্মরণে ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম পালিত হয়। সুন্নি মুসলমান তথা সুফিদের অনুসারী তরিকাপন্থি লোকদের কাছে ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রতিবছর সুন্নি মুসলমানরা বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম পালন করে থাকেন। তাদের কাছে ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম বিশেষ অর্থ বহন করে। আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর নাম প্রত্যেক মুসলমানের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি অলীকুল শিরোমণি হিসাবেও পরিচিত। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে তার কারামাত ও বুজুর্গির প্রভাব অপরিসীম।

হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) হিজরি ৪৭০ সালের ১ রমজান বাগদাদ শহরের জিলান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম আবু সালাহ মুসা জঙ্গি, মায়ের নাম সাইয়েদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা। তার বাবা ছিলেন নবীজি (সা.)-এর নাতি হাসান ইবনে আলীর বংশধর, মাতা ছিলেন নবীজি (সা.)-এর আরেক নাতি হোসাইন ইবনে আলীর বংশধর। একজন আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ হিসাবে বিশ্ব জগতের মুসলমানরা হজরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)কে পরম ভক্তি, শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরকাল স্মরণ করেন।

শৈশব থেকে হজরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর মধ্যে সচ্চরিত্রতা ও খোদা প্রেমের গুণাবলি ফুটে ওঠে। বাবা-মায়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশে ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ শরিফে গমন করেন। বাগদাদ গমনকালে তার মা তাকে ৪০টি দিনার বগলের নিচে জামার কাপড়ে সেলাই করে দেন এবং উপদেশ দিয়ে বললেন, প্রিয় বৎস, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। সর্বাবস্থায় আল্লাহতায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল করবে। মায়ের উপদেশ পালনের ওয়াদা করে তিনি বাগদাদের পথ যাত্রা করেন; আর এ যাত্রা পথেই এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। বাগদাদ যাওয়ার পথে তার কাফেলা হামাদান নামক স্থানে ডাকাতের কবলে পড়ে। দস্যুরা যাত্রীদের সবকিছু লুটে নিয়ে যায়। ডাকাতদের একজন তার কাছে কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে জানান, আমার কাছে ৪০টি দিনার আছে। লুকানো মুদ্রা দেখে ডাকাতরা বলল, তুমি তো এ কথা স্বীকার না করলেও পারতে। তিনি ডাকাত দলের কথার উত্তরে বললেন, মা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন, তাই আমি সত্য বলেছি। ডাকাত দল তার সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে সব রকম অন্যায় অপকর্ম ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী সময়ে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়।

হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) প্রায় ২৫ বছর বাগদাদের গভীর অরণ্যে নির্জনে মুরাকাবা-মুশাহাদা ও কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটিয়েছেন। সারা বছর রোজা পালন করতেন। এভাবে তিনি নিজ ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে আল্লাহতে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তারই ইচ্ছায় সিদ্ধিতে নিজে বেলীন করে দিয়েছিলেন।

শরিয়ত ও মারেফাতের পূর্ণতা অর্জন করার পর আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি জনসভার আয়োজন করে ইসলামের বাণী প্রচার করতেন।

ওয়াজ-নসিহতের পাশাপাশি তিনি জাহেরি ও বাতেনি তালিম দিয়ে গড়ে তোলেন শক্তিশালী মুবািল্লিগ দল। তার ওয়াজের এতটাই তাসির হিম্মত ছিল, ওয়াজ শুনে উপস্থিত অনেকেই প্রাণ হারিয়ে ফেলতেন। ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে মুবািল্লিগ দলের প্রতিনিধি প্রেরণ করতেন। তিনি ফুতুহুল গায়ব, গুনিয়াতুত্তালিবিন, কাসিদা-ই-গাউসিয়া, ফাতহুর রাব্বানী নামক গ্রন্থ রচনা করে ইসলামের ফিকহ ও তাসাউফের দুই ধারার সম্মিলন ঘটান।

হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর অসংখ্য কারামত ও বুজুর্গির ঘটনা মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়। মায়ের গর্ভে থাকাকালীন আঠারো পারা কুরআন মুখস্থ করা, একই সময়ে ৭০ ভক্তের বাড়িতে ইফতার করা, চোরকে কুতুব বানিয়ে দেওয়াসহ অসংখ্য কেরামতের ঘটনা বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে শোনা যায়। সুন্নি মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, তিনি সব পীরের পীর, অর্থাৎ পীরানে পীর। সব পীরের গর্দানের ওপর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর কদম মোবারক রয়েছে। তার অনুসারীরা দেশে দেশে দরবার-খানকা প্রতিষ্ঠা করে দ্বীন প্রচারে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। প্রত্যেক আরবি মাসের ১১ তারিখ তার অনুসারীরা ধর্মীয় গাণ্ডীর্থতার সঙ্গে দরবার-খানকাগুলোতে বিশেষ কুরআনখানি, দোয়া, জিকির-আসকার, জিয়ারত, শিন্নি-সালাতের আয়োজন করে থাকেন।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ২৩ সেপ্টেম্বর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর অনুসারী সুন্নি মুসলমানরা ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম উপলক্ষে বিভিন্ন দরবার-খানকা শরিফে ধর্মীয় গাণ্ডীর্থতার সঙ্গে কুরআনখানি, আলোচনা, জিকির-আসকার, জিয়ারত, দোয়া, শিন্নি-সালাতের আয়োজন করবেন। আল্লাহতায়লা ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমের ফয়জাত সবাইকে দান করুক। আমিন।

সন্তান লালনপালনে পিতা-মাতার দায়িত্ব

মুফতি মুহাম্মদ আনিসুর রহমান রিজভি

সন্তান একটি পরিবারের সবচেয়ে বড় আনন্দ, কোমল অনুভূতি এবং একইসঙ্গে সবচেয়ে বড় আমানত। একটি শিশু পৃথিবীতে আসে সন্তানবনাময় ভবিষ্যৎ নিয়ে। সে কী হবে-আল্লাহভীরু মানুষ, আদর্শ নাগরিক, মানবতার সেবক নাকি নৈতিকতাহীন ব্যক্তি-তা অনেকাংশে নির্ভর করে তার পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষার ওপর।

ইসলামে সন্তান প্রতিপালন শুধু ভরণপোষণ, পোশাক ও পার্থিব শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার ইমান-আকিদা, ইবাদত, জ্ঞান, চরিত্র ও নৈতিকতা গড়ে তোলাও পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এর কয়েকটি দিক হলো- ইমান ও আকিদার শিক্ষা : সন্তানের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ ইমান। তাই শৈশব থেকেই তাকে আল্লাহর পরিচয়, রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস শিক্ষা দিতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে; অতঃপর তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩৫৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৫৮)।

নামাজ ও দ্বীন জ্ঞান : ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে নামাজের প্রতি অভ্যস্ত করতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৫)। পাশাপাশি কুরআন তিলাওয়াত, প্রয়োজনীয় দোয়া-দরুদ, মাসআলা-মাসায়েল, সিরাত ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞান শেখাতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার পরিবারকে নামাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেও এর ওপর অবিশল্য থাক।’ (সূরা ত্বাহা : ১৩২)।

উত্তম চরিত্র গঠন : সন্তানকে সত্যবাদিতা, আমানতদারি, বিনয়, শালীনতা, ধৈর্য ও মানুষের প্রতি সদাচরণের শিক্ষা দিতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আমাকে উত্তম চরিত্রগুলো পূর্ণতা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৮৯৫২)। তাই সন্তানকে শুধু ভালো ফলাফল নয়, ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষাও দিতে হবে।

নিজের আদর্শ হওয়া : সন্তান পিতা-মাতার কথা যেমন শোনে, তেমনি তাদের কাজও অনুসরণ করে। তাই পিতা-মাতাকে নিজেদের আমল ও আচরণের মাধ্যমে সন্তানের সামনে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। হজরত লুকমান (আ.) তার সন্তানকে বলেছিলেন, ‘হে আমার প্রিয় সন্তান! নামাজ কয়েম করো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো।’ (সূরা লুকমান : ১৭)।

ভালোবাসা ও স্নেহ : সন্তানের মানসিক বিকাশে ভালোবাসা ও মমতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (সা.) শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করতেন। তিনি বলেছেন, ‘যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৯৯৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩১৮)। তাই সন্তানের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি তার আত্মবিশ্বাস ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার পাঁচ মাসেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কেন ‘হতাশ’

শুভজিৎ বাগচী

সম্প্রতি কলকাতার এক অভিজাত ক্লাবে শহরের এক বিশিষ্ট শিল্পপতির সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতা হচ্ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিল্পপতির স্বগতোক্তি, ‘বিজেপি এ কী করছে! এমন পরিস্থিতির জন্যই কি আমরা পরিবর্তন চেয়েছিলাম?’ বস্তুত তাঁর এ হতাশার পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে, যা গেরুয়া শিবিরের জনপ্রিয়তায় আঘাত হানার পক্ষে যথেষ্ট।

টানা ১৫ বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনের পালা শেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার। প্রায় পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে গেরুয়া প্রশাসন। একদিকে প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ এবং অন্যদিকে দলীয় নেতাদের নানা মন্তব্য ও কর্মকাণ্ডের কারণে রাজ্য-রাজনীতি প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। এ ছাড়া নির্বাচনী প্রচারে নানা ক্ষেত্রে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিজেপি নেতারা, সেসব বাস্তবায়িত হওয়া নিয়েও জনমানসে দেখা দিয়েছে সংশয়ের মেঘ। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরও বকেয়া ও জটিলতার কারণে পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প ও জমি নীতি ঘোষণায় বিলম্ব দেখা দিয়েছে। পূর্বতন তৃণমূল শাসনকালে শিল্পে সরকারি সুবিধা দেওয়ার নীতি কার্যকর না হওয়া এবং প্রায় ২০ হাজার কোটি রুপি বকেয়া মিটিয়ে নতুন কাঠামো তৈরি করা যে অত্যন্ত জটিল, তা ইতিমধ্যে স্বীকার করেছেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। অন্যদিকে টাটা গ্রুপের শীর্ষ নেতৃত্বে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে রাজ্যে বড় মাপের বিনিয়োগের আশা আপাতত বাস্তবায়িত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

এ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্প গড়ার স্বার্থে জমি অধিগ্রহণের প্রতিশ্রুতি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া নিয়েও দেখা দিয়েছে বিভিন্ন আইনি জটিলতা। এমন পরিস্থিতি শিল্পে নতুন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নিরুৎসাহ সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছে রাজ্যের শিল্পমহল।

শুধু তা-ই নয়, ক্ষমতায় এসেই বিজেপির একাধিক নেতা-মন্ত্রী এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়ে বসেছেন, যেগুলোর জন্য তীব্র অস্বস্তিতে পড়েছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রথমত, কলকাতা শহরের ফুটপাথ ও রেলের জমি থেকে হকার উচ্ছেদ করার জন্য রাজ্যজুড়ে যে টানা অভিযান চালানো হয়, তা ব্যাপক জনরোষ তৈরি করেছে। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং ফুটপাথের কেনাবেচা এক বিশাল জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস।

বিকল্প কোনো বাসস্থানের ব্যবস্থা বা পুনর্বাসনের স্পষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই রাতারাতি এমন উচ্ছেদ অভিযান শুরু হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে রাজ্যের হকার সংগঠনগুলো। সুযোগ বুঝে প্রশাসনের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের জেরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রুটিরুজিতে টান পড়ছে

বলে তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়েছে বিরোধীরা। বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আপাতত বহুতলের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান যে ব্যবসা, অর্থাৎ ‘রিয়াল এস্টেট’ বা নির্মাণশিল্প, সে শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে। অর্থ ও কাজ–দুই-ই কমেছে বিভিন্ন স্তরে।

আবার সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি রাজ্য সরকারের। পূর্ববর্তী তৃণমূল নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে জনপ্রিয় ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্পের অনুসারী নতুন সরকারের ‘অনুপূর্ণা ভান্ডার’ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্য উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করা নিয়ে বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক স্তর থেকে এ প্রক্রিয়াকে ‘স্বচ্ছতা আনার প্রয়াস’ বলা হলেও সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এসবের ফলে বাজারে হাতে হাতে নিয়মিত ঘোরে যে টাকা, তার পরিমাণও কমে গিয়েছে। প্রধান উৎসব দুর্গাপূজার মুখে তাই দোকান খালি, কেনাবেচা কমে গিয়েছে, জানাচ্ছেন ছোট ব্যবসায়ীরা।

রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতির দোহাই দিয়ে বিধানসভায় পেশ করা নতুন ‘পাবলিক সেফটি বিল’ ঘিরেও তৈরি হয়েছে আইনি ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। সংঘটিত অপরাধ ও রাজনৈতিক হিংসা দমনের উদ্দেশ্যে এ আইন তৈরি হলেও তার বিভিন্ন ধারা নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও বাস্তবাবীধানতা খর্ব করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন।

নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে কয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেই সীমান্ত এলাকা এবং সরকারি জমিসংক্রান্ত বিষয়ে কঠোর অবস্থান নেয় নতুন সরকার। কিন্তু এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে রকমারি নেতিবাচক আশঙ্কা তৈরি হয়।

সীমান্ত সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুবিধার্থে তড়িঘড়ি জমি হস্তান্তর এবং অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের নামে যে অভিযান শুরু হয়, তার ফলে রাজ্যের বহু সাধারণ ও বৈধ নাগরিক অযথা হয়রানির শিকার হন বলে অভিযোগ ওঠে। সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলোয় প্রশাসনিক নজরদারি এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের নথি পরীক্ষার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধীরা সরব হয় এবং একে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর আঘাত বলে চিহ্নিত করে।

বিজেপি নেতা-নেত্রীদের আচরণে ক্ষুব্ধ মানুষ

বিভিন্ন এলাকায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়া ও চাঁদার নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ সংবাদের শিরোনামে স্থান করে নিয়েছে। এমনকি কিছু প্রভাবশালী বিধায়ক ও দলীয় পদাধিকারীর বিরুদ্ধে তোলা না পেয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া বা সিন্ডিকেট চালিয়ে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার মতো মারাত্মক অভিযোগও উঠেছে, যা শাসক দলের সততার দাবিকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এরই মধ্যে কলকাতা শহরের ফুটপাথ থেকে দখলদারদের হঠাতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

সহায়-সম্বলহীন ফুটপাথবাসী নারীকে শিশুসন্তানসহ কোনো রকম পুনর্বাসন না করেই উৎখাতের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অমানবিকতার অভিযোগ ওঠে এবং প্রবল ক্ষোভ ছড়ায়। এরই মধ্যে ওই দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করবেন বলে ঘোষণা দেন রাজ্যের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাপের মুখে পরিস্থিতি সামলাতে ফুটপাথবাসী ওই নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান। সম্প্রতি পুনর্বাসনপ্রাপ্ত সেই নারীই অভিযোগ তুলেছেন, সপরিবার তাঁকে ভাড়া বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেও এখন বাড়িভাড়ার দায় তাঁর কাঁধেই চাপাচ্ছে প্রশাসন। এখন পর্যন্ত এ নিয়ে সরকারের তরফে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

নতুন সরকারের নির্দেশে দুর্গাপূজার আগে সরকারি বিজ্ঞাপন ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পূজার বিজ্ঞাপনে দশের বদলে এগারো হাতযুক্ত দুর্গার ছবিকে কেন্দ্র করে সরকারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রথা ও সংস্কৃতিপরিপন্থী অবস্থানের অভিযোগ উঠেছে।

পাশাপাশি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীসহ রাজ্য বিজেপির একাধিক নেতা-নেত্রী জনপ্রিয় ‘থিম পূজা’-বিরোধী অবস্থান নেওয়ায় এবং ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপ্রতিমা স্থাপনের নিদান দেওয়ায় কমেছে কলকাতার মৎশিল্পীদের ব্যবসা। দুর্গাপূজার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে এবার কমে গিয়েছে বলে জানিয়েছে মৎশিল্পী সমিতি। এরই মধ্যে দুর্গাপূজায় আমিষ খাওয়া প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাঙালিকে ‘পাখণ্ডী’, অর্থাৎ পাপী আখ্যা দেওয়ায় উত্তর ভারতীয় এক ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ দেখা দেয়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ক্ষমতায় এসে প্রশাসনিক অগ্রাধিকার নির্ধারণে উপর্যুপরি ভুল, অনভিজ্ঞ হঠকারী সিদ্ধান্ত, নেতা-নেত্রীদের বেপরোয়া মন্তব্য এবং দলের একশ্রেণির সমর্থক-কর্মীর উদ্ধত আচরণ শুধু বিজেপির ভাবমূর্তিতে কালি ছিটাত্তে তা-ই নয়, তার জেরে রাজ্যজুড়ে তৈরি হচ্ছে এমন এক অনিশ্চয়তার আবহ, যা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের পথে জটিল দেয়াল খাড়া করে তুলেছে। অবস্থা বেগতিক বুঝে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসে আমিষের গুরুত্বের সপক্ষে সাফাই দিতে শোনা গেছে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ প্রমুখ নেতাকে। বিরোধীরা বিষয়টিকে রাতারাতি একটা ইস্যু করে ফেলেন। তাঁদের আন্দোলনের অংশ হিসেবে ওই ধর্মগুরুর ছবি পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় রাজ্য কংগ্রেসের কিছু নেতা-কর্মীকে।

মাত্র কয়েক মাসেই রাজ্যের শাসক নেতাদের অবিরেচক বক্তব্য বারবার অযাচিত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য অস্বীকার করে নাম পরিবর্তনের জন্য অহেতুকি প্রস্তাব এবং স্থানীয় বিধায়কের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবাধে ভাঙচুরের ঘটনা। এর ফলে তরুণ সমাজ ও শিক্ষাবিদদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে শাসক দলকে। পরে দলীয় স্তরে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টায় নানা ব্যাখ্যা

ও বিবৃতি দেওয়া হলেও অসন্তোষ রয়েই গেছে।

এতেই থেমে না থেকে ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত গেরুয়া সন্ধানযাত্রা বা মহামিছিলের নেতৃত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মিছিলে সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি শামিল হন বহু গেরুয়াধারী সন্ধ্যাসী এবং নাগা সন্ধ্যাসী। বিশ্ববন্দিত শিক্ষাঙ্গনের প্রধান ফটকের সামনে অর্ধ-উলঙ্গ নাগা সাধুদের আফালন দেখে নিন্দায় মুখর হয়েছেন কলকাতাবাসী। কিন্তু তাতে আমল না দিয়ে যাদবপুরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু পালটা ঘোষণা করেছেন, ‘এখানে পশ্চিমবঙ্গ সনাতন সংস্কৃতি পরিষদের ডাকে বারবার আসব। দেশ ও গেরুয়াকে যারা অপমান করছেন, তাঁদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একবার বেদ পাঠ করতে আসব। আর একবার হনুমান চালিশা পাঠ করতে আসব।’

মুখ্যমন্ত্রীর এ বিবৃতিতে স্পষ্টতই হতাশ হয়েছেন কট্টর বিজেপি-সমর্থক পেশায় গাড়িচালক অনাথবন্ধু নাথ। তাঁর মতে, নেতাদের হঠকারী আচরণে দলের ভাবমূর্তি ক্রমে নষ্ট হচ্ছে। ক্ষমতায় আসামাত্র এমন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন আখেরে অপূর্ণবী্য ক্ষতি করছে। নাথের মত, কট্টর বিজেপি-সমর্থকদের বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতা-নেত্রীকে বিজেপিতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, যা মেনে নেওয়া যায় না। ‘যারা এত দিন আমাদের পেটাল, তারাই এখন আমাদের নেতা। এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়,’ মন্তব্য অনাথবন্ধুর। এ ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনে বারবার অগ্রাসী ভাষার ব্যবহারও রাজ্য রাজনীতির সংস্কৃতিকে কালিমালিগু করেছে। প্রকাশ্য জনসভায় বিরোধী কর্মীদের শারীরিকভাবে ‘দেখে নেওয়ার’ হুমকি, ‘লাঠি থেরাপি’র নিদান বা প্রশাসনকে ব্যবহার করে ‘চামড়া গুটিয়ে দেওয়া’র মতো নিম্নমানের রাজনৈতিক ভাষা শাসক দলের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়েছে।

পূর্বতন সরকারের শাসনে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ যেখানে শান্তি ও উন্নয়নের প্রত্যাশা করেছিল, সেখানে বিজেপি নেতাদের এহেন উসকানিমূলক আচরণ সমাজে মেরুকরণ ও হিংসার বাতাবরণ তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

এটা বারবারই দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালি সমাজে যে ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে, তা প্রশমিত করতে মাঠে নামতে হচ্ছে শমীক ভট্টাচার্যকে। এসবের পাশাপাশি মুসলমান সমাজকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। উত্তর কলকাতার মুসলমানপ্রধান একটি কলোনিতে বেশ কয়েক মাস পানি বন্ধ রাখা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও খবর হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ক্ষমতায় এসে প্রশাসনিক অগ্রাধিকার নির্ধারণে উপর্যুপরি ভুল, অনভিজ্ঞ হঠকারী সিদ্ধান্ত, নেতা-নেত্রীদের বেপরোয়া মন্তব্য এবং দলের একশ্রেণির সমর্থক-কর্মীর উদ্ধত আচরণ শুধু বিজেপির ভাবমূর্তিতে কালি ছিটাত্তে তা-ই নয়, তার জেরে রাজ্যজুড়ে তৈরি হচ্ছে এমন এক অনিশ্চয়তার আবহ, যা পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের পথে জটিল দেয়াল খাড়া করে তুলেছে। এই দুর্কহ সমস্যা আরও ঘনীভূত হবে, নাকি যাবতীয় বিতর্কে জল ঢেলে পাওয়া যাবে মুশকিল আসানের দেখা, তা সময়ই বলবে।

অপ্রতিমের মতো মৃত্যু আর একটিও নয়

ফাতেমা রেজিনা ইকবাল

যে কোনো হত্যাকাণ্ড মেনে নেওয়া কষ্টকর। কুমিল্লায় নিখোঁজের পর ১৩ বছরের কিশোর অপ্রতিমের হত্যাকাণ্ড আরও বেদনাদায়ক। স্কুলছাত্র মা-বাবার একমাত্র সন্তান ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম হত্যায় সামাজিক মাধ্যমে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সন্তানের এমন মৃত্যু কোনো মা-বাবাই সইতে পারেন না। অপ্রতিম হত্যাকাণ্ড আমাদের শিশুদের ওপর নৃশংসতার বিষয়টি আরও ভালোভাবে সামনে নিয়ে এসেছে, যেখানে শিশু কোথাও যেন নিরাপদ নয়। অপ্রতিমের আগে রাজধানীর পল্লবীতে ৮ বছরের শিশু রামিসা হত্যাকাণ্ডে নাগরিকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখছি। একেকটা ঘটনার পেছনে একেক ধরনের কারণ থাকে বটে। শেষ পর্যন্ত শিশুরাই ভিকটিম। অপ্রতিম হত্যার ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে আটক করেছে। আমরা চাই এ হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসুক। কোনো শিশু যাতে আর নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করাও জরুরি। আগে আমাদের সমাজে বড় পরিবার বা যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। সে সময় শিশুরা দাদা-দাদি বা নানা-নানির স্নেহ-ছায়ায়

বেড়ে উঠত। তাদের কাছে গল্প শুনে, খেলাধুলা করে আনন্দময় সময় কাটাত। বয়স্কদের এই সান্নিধ্য শিশুদের কেবল একা লাগতে দিত না, বরং তাদের মধ্যে পারিবারিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সামাজিক মেলবন্ধনের ভিত্তি তৈরি করত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একক পরিবারের প্রচলন বেড়েছে। বর্তমান আধুনিক জীবনযাত্রায় বাবা-মা দুজনকেই প্রায়শ জীবিকার তাগিদে কর্মবাস্তু থাকতে হয়। ফলে পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে শিশুরা এক ধরনের একাকিত্বে ভুগতে শুরু করে।

শৈশবের সেই কোলাহল আর পারিবারিক আবেগ-অনুভূতির অভাব পূরণ করতে গিয়ে তারা অনেক সময় ডিজিটাল স্ক্রিন বা প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সামাজিক পরিবর্তন আমাদের শিশুদের মানসিক বিকাশ ও পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রে এক নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এটাও সত্য, সময়ের প্রয়োজনে ডিজিটাল ডিভাইসকে এখন অস্বীকারের সুযোগ নেই। পড়াশোনাও এখন ডিভাইসকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। আগে আমরা ডিকশনারি দেখে শব্দের অর্থ বের করতাম। এখন অনলাইনে সার্চ দিলে শব্দের বিস্তারিত তথ্য সুন্দরভাবে চলে আসে। ফলে মোবাইল কিংবা ডিভাইসের কারণেই অপরাধ বাড়ছে–তা বলা যাবে না। তবে শিশুদের প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয় আছে।

ডিভাইস কতটুকু সময় তারা ব্যবহার করবে, অতিরিক্ত আসক্তি যাতে পয়ে না বসে ইত্যাদি। সময়ের কারণে প্রযুক্তিকে একেবারে বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই। তাহলে এটি আবার আমাদের পিছিয়েও দিতে পারে।

সন্তান যখন কিছুটা বড় হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়, তখন সামাজিকীকরণের তাগিদ থেকেই তাকে সহপাঠী, শিক্ষক তথা মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়। সব মা-বাবাই চান তাদের সন্তান ভালো পরিবেশে থাকুক। ভালো মানুষের সঙ্গে মিশুক। অপ্রতিম হত্যার সঙ্গে যারা জড়িত, পুলিশ যেমনটা বলছে, তার ফেনের জন্য ছেলেটিকে হত্যা করা হয়। যারা হত্যা করেছে, তারা কোনো সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন হতে পারে না। স্বস্তির বিষয় যে, পুলিশ তাদের ধরতে পেরেছে।

আমাদের শিশুদের সুরক্ষায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবারের বাইরে শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ার কাজ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানে শিশুরা তাদের সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বড় মাঠ থাকতে হবে, যাতে বাচ্চারা স্বচ্ছন্দে খেলতে পারে। সেখানে লাইব্রেরি থাকবে এবং শিশুদের বয়স উপযোগী বই থাকবে। তারা বই পড়বে এবং নানামুখী সৃজনশীল কাজে শিশুদের ব্যস্ত

রাখতে পারে কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই। তখন দেখা যাবে, শিশুদের সময়টাও ভালো কাটবে।

অপ্রতিম নিখোঁজ হওয়ার পর লাশ পাওয়া গেছে। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে, বছরের প্রথম আট মাসে ৩৬ নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রামিসা-আছিয়াদের নির্মম পরিণতিও আমরা দেখেছি। এসব বেদনাদায়ক পরিসংখ্যান আমাদের শঙ্কিত করে। যদিও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার অঙ্গীকার করে গেছেন। এ দায়িত্ব আমাদের সবরাংশিশুদের কীভাবে একটা সুন্দর পৃথিবীতে আমরা বড় করতে পারি, তাদের সুরক্ষায় প্রত্যেকের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে এটি অসম্ভব নয়। শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের জন্য বাসযোগ্য দেশ গড়া আজ জরুরি।

অপ্রতিম হত্যাকাণ্ড যেভাবে আমাদের নাড়া দিয়েছে; আমরা যদি সোচ্চার থাকি তবে শিশুর স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা হয়তো সহজ হবে। আমরা আর কোনো শিশুর এমন নির্মম মৃত্যু দেখতে চাই না। কোনো মায়ের বুক যেন এভাবে খালি না হয়।

ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবাল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

জিয়া পরিবারে নতুন ইতিহাস

রোহিঙ্গা সংকট, আধুনিক প্রযুক্তির ন্যায়সঙ্গত ও সমতামূলক ব্যবহার এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ে বক্তব্য দেবেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে মোটা দাগে অর্থনীতি, রোহিঙ্গা ও আঞ্চলিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠক ও কূটনৈতিক তৎপরতায়ও এই বিষয়গুলো ইতোমধ্যেই বিশেষভাবে সামনে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণের আগেই বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার, রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় এবং আঞ্চলিক ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও সক্রিয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন।

নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিশ্বনেতাদের সঙ্গে অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। এর আগে সকাল ৮টায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরের নর্থ ডেলিগেটস লাউঞ্জে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস আয়োজিত স্বাগত প্রাতরাশে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে তাদের সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময় হয়। এর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের আনুষ্ঠানিক ও ব্যস্ত সফরসূচি শুরু হয়।

সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অন্যদের মধ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির ও শামা ওবায়েদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র মাহ্‌দী আমিনসহ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে স্থানীয় সময় সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৬টা ২০ মিনিটে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেন তারেক রহমান। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আইরিন খান এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে মোটর শোভাযাত্রাসহকারে প্রধানমন্ত্রীকে ‘হায়াত গ্রান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক’ হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে বিএনপি নেতাকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা ‘হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল নিউইয়র্ক’ হোটেলের সামনে ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন হাতে মিছিল এবং স্লোগান দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে হাত নেড়ে নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছার জবাব দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে সাইডলাইন বৈঠক করেছেন বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বস্তু, জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূত জুলি বিশপ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, মালদ্বীপের ভাইস প্রেসিডেন্ট উজ. হুসেইন মোহাম্মেদ লতিফ ও হাইতির প্রধানমন্ত্রী আলিঙ্গ দিদিয়ার ফিলস-আইমে। মঙ্গলবার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানেরও।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কন্ডা, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার বারহাম সালিহ, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক এবং মেটা প্ল্যাটফর্মসের প্রধান বৈশ্বিক বিষয়াবলি কর্মকর্তা জোয়েল কাপলানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সন্ধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট আয়োজিত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং তাদের সহধর্মিণীদের সম্মানে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এক মঞ্চে বাংলাদেশের দুই নেতৃত্ব : এই অধিবেশনে বাংলাদেশের দুই নেতৃত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অংশ নিচ্ছেন বিশ্বনেতাদের সাধারণ বিতর্কে আর সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। এটা একটি নতুন ইতিহাস।

উচ্ছ্বসিত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীরা

প্রধানমন্ত্রীর আগমনে উচ্ছ্বসিত যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাকর্মীরাও। যুক্তরাষ্ট্রের বিএনপি নেতা ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ফোরাম ইউএসএ ইনকের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণের মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করবেন তারেক রহমান। কারণ এর আগে তার বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই বিশ্বমঞ্চে ভাষণ দিয়েছেন। জাতিসংঘে ইতিহাসে বাবা-মা ও সন্তানের ভাষণের এমন কোনো নজির নেই। এজন্য আমরা গর্বিত, আনন্দিত। আমরা আশা করছি-বিরল এই দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর কাছে অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের মধ্যে রয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বেসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, আইনমন্ত্রী মোঃ আসাদুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. আমিনুল হক প্রমুখ।

তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফরের প্রথম দিন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারম্পরিক স্বার্থ ও অভিন্ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র উন্মোচনে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন শীর্ষ নেতৃদ্বয়।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের কাছে ৮২১ ইউনাইটেড নেশশ প্লাজায় অবস্থিত তুর্কি হাউজে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও তুরস্কের প্রেসিডেন্টের মধ্যে এ বৈঠক হয়। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব একেএম নাজমুল হক বৈঠক সম্পর্কে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এদিকে সফরের প্রথম দিন প্রধানমন্ত্রীর ১০ কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প আয়োজিত বিশ্বনেতাদের নৈশভোজ। জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশ নেওয়া রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং তাদের স্ত্রীদের সম্মানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান অংশ নেন। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সহকারী প্রেস সচিব জানান, বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার ঐতিহাসিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে

জোরদার ও বহুমাত্রিক করার লক্ষ্যে পারম্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন দুই নেতা। একই সঙ্গে অর্থনীতি, বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন তারা। তিনি জানান, বৈঠকে আলোচনাকালে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পারম্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দুই নেতার মধ্যে বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকটও গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গার জন্য বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন এরদোগান। তিনি জানান, তুরস্ক রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখবে। আশ্রয়, শিক্ষা ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানান তিনি।

যেভাবে শুরু করলেন ড. খলিল

চল্লিশ বছর আগের সেই মঞ্চ। নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সেই চেনা হল। তখন তিনি ছিলেন তৎকালীন সরকারের নতুন কর্মকর্তা। সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। চার দশক পর আবারো সেই মঞ্চে দাঁড়ালেন ড. খলিলুর রহমান। তবে এবার তিনি শুধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি।

২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে সাধারণ পরিষদ হলে শুরু হয়েছে ৮১তম অধিবেশনের বহুল প্রতীক্ষিত সাধারণ বিতর্ক। ২২ থেকে ২৬শে সেপ্টেম্বর এবং মাঝখানে একদিন (২৭ সেপ্টেম্বর) বিরতি দিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিতর্ক। বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা এতে বক্তব্য দেবেন। পুরো বিতর্কে সভাপতিত্ব করছেন বাংলাদেশের ড. খলিলুর রহমান।

বিতর্কের সূচনা বক্তব্যে নিজের চার দশক আগের স্মৃতি টেনে আনেন ড. খলিল। বলেন, চল্লিশ বছর আগে আমি এই একই হলে দাঁড়িয়েছিলাম সাধারণ পরিষদের ৪১তম সভাপতি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর মন্ত্রিসভার নতুন সদস্য হিসেবে। নিজের সেই স্মৃতিকথন দিয়েই ৮১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব শুরু করলেন ড. খলিল। আর সেই স্মৃতিকাতরতার মধ্যে উঠে এলো আজকের জাতিসংঘ।

বোয়িং থেকে ১১ উড়োজাহাজ কিনছে বিমান

যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে আরও ১১টি উড়োজাহাজ কিনতে যাচ্ছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বড় পরিসরের এই ক্রয় চুক্তিকে সামনে রেখে বোয়িং ও বিমানকে আগাম অভিনন্দন জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসন।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের তেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করা এক বাতায় রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বোয়িং ও বিমানের মধ্যকার এই সমঝোতাকে সাধুবাদ জানান।

তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্বসেরা বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্যকার চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় জয় এবং এতে দুই দেশই ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। নিউইয়র্কে আয়োজিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন বলেও জানান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বুধবার বিকালে (বাংলাদেশ সময় রাত আড়াইটা) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর সেৱা

অবস্থান ওসমানী বিমানবন্দরের।

মূল্যায়নে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৯৪ শতাংশ এবং সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ৯৮ শতাংশ স্কার পেয়েছে। গত ২০ সেপ্টেম্বর রোববার বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বেবিচব’র বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যগামী যাত্রী ও কার্গোর নিরাপত্তাব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে পরিচালিত ডিএফটির নিরীক্ষায় শাহজালাল ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী, কার্গো ও ডাক পরিবহনের নিরাপত্তাসহ বিমান চলাচলের নিরাপত্তাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ২০২৫ ও ২০২৬ সালের ফলাফল তুলনা করে বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থায় ধারাবাহিক উন্নতির চিত্র পাওয়া গেছে।

এর আগে ২০২৫ সালের ডিএফটি মূল্যায়নে শাহজালাল বিমানবন্দরের স্কার ছিল ৯৩ শতাংশ এবং ওসমানী বিমানবন্দরের ছিল ৯৪ শতাংশ। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে শাহজালালের স্কার ১ শতাংশ এবং ওসমানীর স্কার ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যগামী যাত্রী, কার্গো ও মেইলের নিরাপত্তা সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিচালিত এই অডিটে কার্গো পরিবহন নিরাপত্তায় বাংলাদেশ শতভাগ কমপ্লায়েন্স অর্জন করেছে।স্থানীয় ট্রার খুঁজুন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, কার্গো নিরাপত্তায় শতভাগ কমপ্লায়েন্স অর্জনের ফলে ২০১৭ সাল থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আরোপিত ‘হাই রিস্ক কার্গো অ্যাদ মেইল’ (এইচআরসিএম) সংক্রান্ত অতিরিক্ত নিরাপত্তা শর্ত ও বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে।

এছাড়া আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) অডিটের আগে এই অর্জন বেবিচক ও বিমানবন্দরগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে।

এ সাফল্যের বিষয়ে বেবিচকের সদস্য (নিরাপত্তা) এয়ার কমডোর মো. আসিফ ইকবাল বলেন, ‘বেবিচকের এভিয়েশন সিকিউরিটি ডিভিশন, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিত প্রচেষ্টাতেই এই বড় অর্জন সম্ভব হয়েছে।’বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বেবিচক চেয়ারম্যানের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এই সফলতার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ব্রিটিশ পাসপোর্টে যেসব নাম

পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ। নির্দেশনাটি গত ২৭ আগস্ট হালনাগাদ করা হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী, গালিগালাজ, যৌনভাবে স্পষ্ট বা অশ্লীল কোনো উল্লেখ, সমাজের কোনো অংশের মানুষের কাছে আপত্তিকর ধর্মীয় অর্থ, অশালীন বা আপত্তিকর ভাষা এবং অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর হতে পারে এমন শব্দ বা উল্লেখ থাকা নাম গ্রহণ করা হবে না। জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে আপত্তি তৈরি করতে পারে এমন উল্লেখও সমস্যার কারণ হতে পারে। কোনো নামের শব্দের পাশাপাশি তার উচ্চারণও বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে।

এ ছাড়া অপরাধী চক্র বা উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত নাম, বর্ণ বা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ায় এমন শব্দ এবং অপরাধ বা সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত, প্ররোচিত বা উসকে দেয় এমন নামও গ্রহণযোগ্য নয়। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের এমন কর্মকাণ্ড বা ঘটনার উল্লেখও নিষিদ্ধ হতে পারে, যা জনসাধারণের মধ্যে আপত্তি তৈরি করতে পারে। অপরাধ গোপন করতে সহায়তা করতে পারে এমন কোনো উল্লেখও এই বিধিনিষেধের আওতায় রয়েছে।

নামের কারিগরি বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। ব্রিটিশ পাসপোর্টের তথ্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করে। তাই নামের মধ্যে সংখ্যা, নির্দিষ্ট কিছু প্রতীক ও যতিচিহ্ন ব্যবহার করা যায় না। তবে নামের মধ্যে হাইফেন ও অ্যাপস্ট্রফি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল আবেদন ব্যবস্থায় নামের যেকোনো স্থানে অ্যাপস্ট্রফি গ্রহণ করা হয়।

অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ চিহ্ন বা উচ্চারণচিহ্নের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডিজিটাল আবেদন ব্যবস্থায় এ ধরনের চিহ্ন গ্রহণ করা হয় না। তবে বিভিন্ন ভাষার নামের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিকল্প বানান বা রূপান্তরিত বানান থাকলে সেটি ব্যবহার করে পাসপোর্ট ইস্যু করা যেতে পারে।

নামের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। পাসপোর্টের ব্যক্তিগত তথ্যের অংশে প্রথম ও মধ্য নাম মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৩০টি অক্ষর এবং পদবির জন্য আরও ৩০টি অক্ষর ব্যবহার করা যায়। নামের মধ্যকার স্পেসও এই হিসাবের মধ্যে পড়ে। নাম এর চেয়ে দীর্ঘ হলে সংক্ষিপ্ত বা সংক্ষিপিত রূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। অতিরিক্ত কোনো নামের ক্ষেত্রে প্রথম অক্ষর ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। তবে প্রথম নাম বা প্রথম পদবির ক্ষেত্রে এভাবে সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নাম সাধারণত আবেদনকারীর নিজস্ব পছন্দের বিষয় হলেও ব্রিটিশ পাসপোর্টে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। কোনো নাম নিয়ে আপত্তির প্রশ্ন উঠলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নামের শব্দ, উচ্চারণ এবং আবেদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন।

সিগারেট না দেওয়ায় ‘বর্ণবাদী’

এর কিছুক্ষণ পরেই মার্জিত পোশাক পরা ওই দুস্কৃতকারী আক্রমণাত্মক আচরণ শুরু করে।

ইফতেখারের ভাষ্য, তিনি সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে লোকটি পিছন থেকে তার ব্যাকপ্যাকটি ধরে ফেলে।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ওই বাংলাদেশি বলেন, “সে বলে, আমি তোকে মারতে চাই,তখন আমি তাকে আমি পুলিশ ডাকার হুমকি দিই। আমি বুঝতে পারছিলাম সে সহিৎস হয়ে উঠছে, তাই আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি। সে পেছন থেকে আমার ব্যাকপ্যাক ধরে ফেলে এবং আমাকে নাক ও মাথায় কিল-ঘুঘি মারতে থাকে। সে সময় আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল ও মাথা ঘুরছিল। আশেপাশে কয়েকজন লোক ছিল এবং আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলাম, কিন্তু কেউ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি।

“আমি খুব ভয়ে ছিলাম, কারণ আমি জানতাম না তার কাছে কোনো ছুরি বা অস্ত্র আছে কি না। আমি মাটিতে পড়ে যাইনি, যা আমার জন্য ভালো ছিল। কারণ মাটিতে পড়ে গেলে যে কোনো কিছু ঘটতে পারত। তার কাছে কোনো অস্ত্র থাকলে আমি হয়ত আজ আর নিঃশ্বাস নিতাম না।”

গ্লাসগো লাইভের খবরে বলা হয়, হামলার পর ইফতেখার হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা বলেছেন, তার নাকের হাড় স্থানচ্যুত হয়েছে। এটি ঠিক হওয়ার জন্য তাকে অন্তত ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

ইফতেখারের মতে, বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে চালানো এই হামলার দৃশ্য সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে। এই ভিডিও তিনি স্কটল্যান্ড পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবেন। তিনি বলেন, “আমি চেয়েছিলাম পুলিশ যেন তাকে (হামলাকারী) ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই সে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে স্কটল্যান্ড পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, তারা সচিহল স্ট্রিট এলাকায় এক ব্যক্তির ওপর হামলার খবর পেয়েছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুব মহিলা লীগের সভাপতি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার ৭৭ বছরের ইতিহাসে যখন সব থেকে কঠিন সময় পার করছে, তখন আপনার (ইয়াসমিন সুলতানা পলিন) কার্যকলাপ গঠনতরের ৪৭ ধারায় বর্ণিত দলের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলি বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় উক্ত ধারা মতে প্রাতিষ্ঠানিক ও দলীয় শৃঙ্খলা ভন্সের অভিযোগে আপনাকে তিন মাসের জন্য সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হলো। যুব মহিলা লীগ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ এবং এর সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সবধরবের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হলো। এই চিঠির তারিখের দিন থেকে এর কার্যকারিতা শুরু হবে।

উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি একটি অনলাইন টিভিকে সাক্ষাতকারে তাকে বলতে দেখা যায়, ভারতে নির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তার নিয়মিত টেলিফোনে কথা হয়। আওয়ামী লীগের নেতারা শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ান। এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পরই তার বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিন মাসের জন্য দল থেকে অব্যাহতি প্রদান করে।

২ হাজার কোটি টাকা পাচারের

সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. শাহজাহান কবির এ আদেশ দেন। দূদকের উপপরিচালক ও অনুসন্ধান দলের দলনেতা মো. জাহাঙ্গীর আলম এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী, তার স্ত্রী সাইদা মুনা তাসনিমসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নামে আনুমানিক ২ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন রয়েছে।

দূদক জানায়, অনুসন্ধান চলাকালে বিশ্বস্ত সূত্রে তারা জানতে পেরেছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে পারেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে অনুসন্ধানের স্বার্থে তাদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়।

আদালতের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা চারজন হলেন-তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী, তার স্ত্রী ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, তাদের সন্তান আলাতী আজফার চৌধুরী এবং জাভেদ অপগেন হেপেন।

দূদকের আবেদনে আরও বলা হয়, তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরী জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান। তার বিরুদ্ধে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে কমিশন। সাইদা মুনা তাসনিম তার স্ত্রী এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার।

আবেদনে দূদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম উল্লেখ করেন, অভিযোগের সূর্য অনুসন্ধানের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিদেশ গমন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। তারা যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে আদালতের কাছে আবেদন করা হয়। পরে উভয় পক্ষের আবেদন বিবেচনা করে আদালত তাদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন। ঋণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে কমিশন। সাইদা মুনা তাসনিম তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরীর স্ত্রী এবং সাবেক হাইকমিশনার।

দূদকের উপপরিচালক ও অনুসন্ধান টিমের দলনেতা মো. জাহাঙ্গীর আলমের সহি করা আবেদনে বলা হয়, অভিযোগের সূর্য অনুসন্ধানের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিদেশ গমন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। এ জন্য তাদের বিদেশ পলায়ন ঠেকাতে প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার আবেদন করা হয়। পরে আদালত আদেশ দেন।

শিশু যৌন নির্যাতনের দায়ে ২৬

যুবককে ২৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তবে সেই সাজা তিন বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ফলে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারে পাঠানো হয়নি।

আশরাফুল ইসলামের পরিবারের শিকড় বাংলাদেশে বলে জানা গেছে। তার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অপরাধের অভিযোগ ওঠার পর তিনি মোট সাতটি অপরাধ স্বীকার করেছেন।

উইলডশায়ার পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত চিপেনহ্যাম এলাকায় স্কুলছাত্রীদের গোপনে ছবি ও ভিডিও ধারণের ঘটনা ঘটে। তদন্তে আশরাফুলের ধারণ করা ৩৭টি ছবি ও ভিডিও পাওয়া যায়। এসব ছবি ও ভিডিও শিশুদের অশালীন ছবি হিসেবে ‘ক্যাটাগরি-সি’ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অন্য একটি ঘটনায় গ্রেপ্তারের পর পুলিশ আশরাফুলের মোবাইল ফোন জব্দ করে। পরে ফোনটি পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা শিশুদের যৌন নির্যাতনের শত শত ছবি উদ্ধার করেন। এর মধ্যে প্রায় ৩৫০টি ছবি ‘ক্যাটাগরি-এ’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। শিশুদের যৌন নির্যাতনের ছবির ক্ষেত্রে ‘ক্যাটাগরি-এ’ সবচেয়ে গুরুতর শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। তদন্তে আশরাফুলের বিরুদ্ধে ভয়্যারিজম বা গোপনে কারও ছবি ধারণ, শিশুদের অশালীন ছবি ধারণ এবং ‘ক্যাটাগরি-এ’, ‘ক্যাটাগরি-বি’ ও ‘ক্যাটাগরি-সি’ শ্রেণির ছবি রাখার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। আদালতে তিনি মোট সাতটি অপরাধ স্বীকার করেন।

মামলাটি সুইডেন ক্রাইম কোর্টে যায়। আদালত আশরাফুলকে ২৬ মাসের কারাদণ্ড দিলেও তা তিন বছরের জন্য স্থগিত করেন। এর ফলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারে না গিয়ে আদালতের নির্ধারিত শর্তের অধীনে থাকবেন। আদালত তাকে ২০০ ঘণ্টা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার

পাশাপাশি নির্ধারিত কয়েকটি পুনর্বাসন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া আশরাফুলের ওপর ১০ বছরের জন্য ‘সেক্স অফেন্ডার নোটিফিকেশন রিকোয়ারমেন্টস’ বা যৌন অপরাধীর নিবন্ধনসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। একই সময়ের জন্য তার বিরুদ্ধে ‘সেক্সুয়াল হার্ম প্রিভেনশন অর্ডার’ জারি করা হয়েছে। আদালতের আদেশ অনুযায়ী, ইন্টারনেট ব্যবহার, ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের পাশাপাশি শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তার ওপর কঠোর বিধিনিষেধ থাকবে। পুলিশের তদন্ত ও আদালতের কার্যক্রমে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, এই মামলায় শিশুদের যৌন নির্যাতনসংক্রান্ত ছবি সংরক্ষণ এবং স্কুলছাত্রীদের গোপনে ছবি ও ভিডিও ধারণের মতো একাধিক অপরাধের বিষয় সামনে এসেছে।

বাংলা টাউনে নামে মানুষের ঢল

প্রজন্মের ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। কারি ফেস্টিভ্যালকে ঘিরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে উৎসাহ। আয়োজকদের মতে, এমন আয়োজন ব্রিকলেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে রেস্টুরেন্ট, ক্যাটারিং ও অন্যান্য স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তবে এই উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো-নতুন প্রজন্মের ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্রিকলেনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হওয়া।

কারি ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে তারা জানতে পারছে, তাদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় একশ বছর আগে কীভাবে এই এলাকায় এসে বসতি গড়ে তুলেছিলেন। বর্ণবাদসহ নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে কীভাবে তারা ধীরে ধীরে ব্রিকলেনকে নিজেদের নিরাপদ আবাসস্থল ও ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, সেই ইতিহাসও নতুন প্রজন্মের সামনে উঠে আসছে।

ব্রিকলেনের কারি সংস্কৃতি আজ শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটির ঐতিহ্য নয়; বরং এটি লন্ডনের বহুসাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। এমন আয়োজন শুরু করার উদ্যোগের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুতফুর রহমান, বাংলা টাউন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনসহ সংশ্লিষ্ট আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা। অংশগ্রহণকারীদের মতে, ব্রিকলেন কারি ফেস্টিভ্যালকে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করা গেলে এর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বাড়বে। বিশেষ করে আগামী বছর থেকে শনিবার ও রোববার-দুই দিনব্যাপী কারি ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা এখন সময়ের দাবি।

৬০ মাইল গতিতে গাড়ি চালানোর

গতি বজায় রাখা।

প্রথমত, সামনে গাড়ি ধীর হলে দ্রুত গতি বাড়িয়ে পরে হঠাৎ ব্রেক না করে আগেভাগেই অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ির গতি কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যানজটের মধ্যে অনেক চালক সামনের গাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দ্রুত ব্রেক করেন। এতে জ্বালানি অপচয় বাড়ে। সরকারের পরিবেশবান্ধব গাড়ি চালানোর নির্দেশনা অনুযায়ী, বারবার থামা ও চলার মতো যানজটে আক্রমণাত্মকভাবে গতি বাড়ানো ও ব্রেক করলে জ্বালানি খরচ ১০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। আধুনিক ফ্যুয়েল-ইনজেক্টেড ইঞ্জিনে চালক অ্যাক্সিলারেটর ছেড়ে দিলেও গাড়ি গিয়ায়ে থাকা অবস্থায় ইঞ্জিন জ্বালানি সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে গাড়ির গতি কমানার সময় অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হয় না।

সামনের গাড়ির সঙ্গে কিছুটা বেশি দূরত্ব রেখে এবং রাস্তার আরও সামনের যান চলাচলের পরিস্থিতি আগে থেকে বুঝে গাড়ি চালালে অপ্রয়োজনীয় ব্রেক করার প্রয়োজন কমে। এতে জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, রাস্তার পরিস্থিতি অনুমতি দিলে ঘণ্টায় ৬০ মাইল গতি বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ফাঁকা থাকলে অনেক চালক সর্বোচ্চ বেধ গতিতে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু গতি যত বাড়বে, বাতাসের প্রতিরোধও তত বাড়বে এবং ইঞ্জিনকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। ফলে জ্বালানি খরচ বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তন কমিটি জানিয়েছে, ঘণ্টায় ৬০ মাইলের পরিবর্তে ৭০ মাইল গতিতে গাড়ি চালালে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি জ্বালানি ব্যবহার হতে পারে। রাস্তার অবস্থা অনুকূল হলে খোলা ও সমতল রাস্তায় ঘণ্টায় ৬০ মাইলের স্থির গতি এবং জুজ কন্ট্রোল ব্যবহার করলে জ্বালানি অপচয় কমানো সম্ভব।

২০ মাইল পথ যেতে ৭০ মাইলের পরিবর্তে ৬০ মাইল গতিতে গাড়ি চালালে যাত্রার সময় প্রায় দুই মিনিট বাড়তে পারে। তবে নিয়মিত গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে এতে জ্বালানি খরচে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হতে পারে।

তৃতীয়ত, অপ্রয়োজনে গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্কুলে সন্তান নেওয়া-দেওয়া, মোড়, পথচারী পারাপারের স্থান ও যানজটপূর্ণ এলাকায় গাড়ি কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এ সময় কোনো দূরত্ব অতিক্রম না করেই ইঞ্জিন চালু থাকলে জ্বালানি খরচ হয়।

যদি যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকে এবং কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়, নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিস্থিতিতে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গাড়িতে স্বয়ংক্রিয় স্টপ-স্টার্ট প্রযুক্তি থাকলে সেটি ব্যবহার করাও জ্বালানি সাশ্রয়ে সহায়ক হতে পারে।

বিশ্বজুড়ে ধৈয়ে আসছে নতুন বিপদ

গরমে সাড়ে ৪ লাখ মানুষের মৃত্যুর শঙ্কা

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর : আগামী ছয় মাসে ব্যাপক তীব্রতার এল নিনোর কারণে অতিরিক্ত গরমে বিশ্বজুড়ে চার লাখ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন জলবায়ু বিজ্ঞানীরা।

জলবায়ু সংকটের কারণে ইতিমধ্যে বেড়ে যাওয়া তাপমাত্রার সঙ্গে যুক্ত হবে এই অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা। ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারত, নাইজেরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত বিশ্বজুড়েই এর প্রভাব পড়বে। এল নিনোর সঙ্গে যুক্ত খরা, দাবানল এবং বন্যার কারণেও আরও অনেক মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক পর্যায়ে এই তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণ করেছেন গবেষকরা। তাদের মতে, এই পূর্বাভাসের মাধ্যমে কোথায় মানুষকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিলে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব, তা চিহ্নিত করা যাবে। এর মধ্যে থাকতে পারে উন্নত তাপ পূর্বাভাস ব্যবস্থা, মানুষের আশ্রয় নেওয়ার জন্য শীতাতপ কেন্দ্র, সবচেয়ে গরম সময়ে চিকিৎসাকেন্দ্রে বাড়তি জনবল এবং

বাইরে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা।

বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণ করে তোলা এই এল নিনো সোমবার এই ঘটনার ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, যা প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর কয়েক মাস আগেই ঘটেছে। আগের ঘটনাগুলোর চেয়ে এই তাপ এতটাই বেশি যে বিজ্ঞানীরা একে ‘বিস্ময়কর’ এবং ‘গডজিলা-স্তরের’ বলে অভিহিত করেছেন। এল নিনো প্রাকৃতিক জলবায়ু ঘটনা হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে এর তীব্রতা আরও বাড়তে পারে।

এই প্রতিবেদনের সহলেখক এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাবের সহপ্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মাইকেল গ্রিনস্টোন বলেন, ‘চার লাখ ৫১ হাজার মানুষের এই সংখ্যাটা এতটাই বড় যে এটা অনুভূতিশূন্য মনে হতে পারে। তবে এর মধ্যে আছেন বাবা-মা এবং সন্তানেরা, দাদা-দাদি এবং প্রতিবেশীরা, কর্মস্থলে যাওয়া মানুষ, পরিবারের যত্ন নেওয়া মানুষ, নিজেদের জীবনযাপন করা মানুষেরা।’

এই মৃত্যুর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ের জন্য, যেখানে শেষ হচ্ছে বর্তমান তাপমাত্রার পূর্বাভাস। তবে ২০২৭ সালের জুন বা জুলাই পর্যন্ত তাপজনিত মৃত্যুর উচ্চ হার অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আগামী ছয় মাসে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুদান, ভারত এবং ব্রাজিল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ২০টি দেশের তালিকায় আছে যুক্তরাষ্ট্রও, যেখানে অতিরিক্ত ৩ হাজার ৫০০ তাপজনিত মৃত্যুর পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াও।

গবেষকদের মতে, এই এল নিনো একটি ‘ভবিষ্যতের পোস্টকার্ড’ও বটে। কারণ এটি তাপমাত্রাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, যা জলবায়ু সংকট আগামী বিশ বছরে দেখাতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।



STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)

M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT



দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম

স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে

- আকর্ষণীয় রেট
- বিকাশ সার্ভিস
- ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার

- একাউন্ট ট্রান্সফার
- ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
- ব্যুরো ডি চেঞ্জ



ব্রিকলেন কারি ফেস্টিভ্যাল

বাংলা টাউনে নামে মানুষের ঢল



দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: 'ব্রিকলেন কারি ফেস্টিভ্যাল'। জমজমাট পূর্ব লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী বাংলা টাউনে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো এ আয়োজনকে ঘিরে ব্রিকলেনজুড়ে নামে মানুষের ঢল। আয়োজকদের দাবি,

এবারের উৎসবে প্রায় ৭০ হাজার মানুষের সমাগম ঘটেছে। যদিও এ সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি, তবে আয়োজকদের ভাষ্য অনুযায়ী, গতবারের তুলনায় এবার দর্শনার্থীর উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

ব্রিকলেনের প্রবেশমুখ বাংলা টাউন গেট থেকে শুরু করে পুরো সড়কজুড়েই ছিল মানুষের সরব উপস্থিতি। নানা জাতি, বর্ণ ও সংস্কৃতির মানুষের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি সেখানে অংশ নেন। পাশাপাশি নতুন -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বজুড়ে ধৈয়ে আসছে নতুন বিপদ
গরমে সাড়ে ৪ লাখ মানুষের মৃত্যুর শঙ্কা

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা

মুনা তাসনিমসহ পরিবারের ৪ সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

২ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, তার স্বামী জেনারেশন নেস্ট ফ্যাশন্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরীসহ পরিবারের চার সদস্যের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

গত মঙ্গলবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...



শিশু যৌন নির্যাতনের দায়ে ২৬ মাসের কারাদণ্ড যুবকের ফোনে নিষিদ্ধ ছবি

দেশ ডেস্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬: যুক্তরাজ্যের উইলডশায়ারে শিশুদের যৌন নির্যাতনসংক্রান্ত শত শত ছবি রাখার পাশাপাশি স্কুলছাত্রীদের গোপনে ছবি ও ভিডিও ধারণের ঘটনায় আশরাফুল ইসলাম নামে ২১ বছর বয়সী এক -- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...



SonaliPay
www.sonalipay.co.uk

**SEND
MONEY
TO BANGLADESH
WITH ZERO TRANSFER FEES**



A subsidiary of Sonali Bank PLC.

DOWNLOAD OUR APP



To Register Visit:
www.sonalipay.co.uk
Phone: 02078778222

Terms & Conditions Apply
©All Right Reserves.SONALIPAY UK LTD